সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতার দিগন্তে জেন্ডার

পথ খোঁজার নির্দেশিকা

কুর্‌রাতুল-আইন-তাহ্‌মিনা

সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতার দিগন্তে জেন্ডার পথ খোঁজার নির্দেশিকা

লিখেছেন
কুর্‌রাতুল-আইন-তাহ্‌মিনা

পর্যালোচনা করেছেন
আফসান চৌধুরী

FOJO: MEDIA INSTITUTE
Linnæus University

MRDI

© ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)

প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০২২

দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর ২০২২

বাংলাদেশে মুদ্রিত

ISBN 978-984-35-2393-8

৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : +৮৮-০২-৪১০২২৭৭২-৭৪, ইমেইল : info@mrdibd.org
ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org

সূচি

ভূমিকা ৫

পাঠ-সহায়িকা ৭

১. সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা: প্রসঙ্গ জেন্ডার ১০-১৬

১.১. সাংবাদিকতার জেন্ডার দর্শন ১০

১.২. জীবনের জন্য সাংবাদিকতা, মানুষের জন্য সাংবাদিকতা ১০

১.৩. জেন্ডার-বিবেচনার লক্ষ্য সমতা, সমসুযোগ, সম-অধিকার ১২

১.৪. কেবল নারীর সম-অধিকার নয় ১৩

১.৫. কেন নীতি-নৈতিকতা ও নীতিমালা ১৪

১.৬. কেন জেন্ডারবিষয়ক নীতিমালা ১৫

২. জেন্ডার-সমতা ও সংবেদনশীলতার জন্য কিছু প্রসঙ্গ ১৭-৩৪

২.১. সংবাদের আওতা বাড়ানো ১৭

২.২. উপস্থাপনা এবং সংবেদনশীলতা ২০

২.৩. ফায়দা লোটা ২৭

২.৪. পিঠ চাপড়ানো এবং কাঁদুনি গাওয়া ২৭

২.৫. একান্ততা ও নিভৃতি ২৭

২.৬. সত্য প্রকাশ ২৭

২.৭. কলঙ্ক, ক্ষতি ও নিরাপত্তার ঝুঁকি ২৮

২.৮. যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক অন্য সহিংসতা ৩০

২.৯. গ্রাহকের পরিপ্রেক্ষিত ৩৪

৩. প্রতিষ্ঠানের করণীয় এবং একটি ভিত্তি-সংকট ৩৫-৩৬

পরিশিষ্ট: আরও পড়তে পারেন ৩৭-৪৪

ভূমিকা

এই নির্দেশিকা সাংবাদিকদের জন্য। যাঁরা সাংবাদিক হতে চাইছেন, তাঁদের জন্য। সংবাদমাধ্যম যাঁরা পরিচালনা করেন, এ নির্দেশিকা তাঁদের জন্যও। এর লক্ষ্য, সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা এবং জেন্ডার বিষয়ে তাঁদের সবার ভাবনাচিন্তা ও সৃজনশীলতাকে অনুপ্রাণিত করা।

সুইডেনের গতেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও লিনিয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোয়ো মিডিয়া ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশের এমআরডিআই পরিচালিত জেন্ডার ও মিডিয়া আইন ও নীতি সংক্রান্ত একটি বৈশ্বিক গবেষণার আওতায় এই নির্দেশিকা লিখেছেন সাংবাদিক ও প্রশিক্ষক কুর্‌রাতুল-আইন-তাহ্‌মিনা। তিনি এই গবেষণার বাংলাদেশ অংশের মুখ্য গবেষক।

এর আগে এই গবেষণার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের মিডিয়া-সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিবিধান, নীতি আর স্বেচ্ছা নিয়ন্ত্রণমূলক (সেল্‌ফ-রেগুলেটরি) নীতিনৈতিকতা, নীতিমালা, আচরণবিধি এবং সেগুলোর চর্চায় জেন্ডার-সমতা ও জেন্ডার-সংবেদনশীলতার পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে সমীক্ষা করা হয়েছে। এ নির্দেশিকা তৈরিতে সেটার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। একই গবেষণার আওতায় জেন্ডার বিষয়ে ১৫টি সংবাদমাধ্যমের আধেয় বিশ্লেষণের চলমান কাজ থেকেও কিছু পর্যবেক্ষণ এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। আমরা মুখ্য গবেষক এবং গবেষণা দলের সকল সদস্যকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।[১]

এ নির্দেশিকার রচয়িতা ইউনেসকো, মিডিয়া ও জেন্ডারবিষয়ক বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক গ্লোবাল অ্যালায়েন্স অন মিডিয়া অ্যান্ড জেন্ডার (জিএএমএজি), ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, গতেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া গবেষণা কেন্দ্র নরডিকম, লিনিয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোয়ো ইনস্টিটিউটসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মিডিয়া ও জেন্ডার-সমতাবিষয়ক নির্দেশনা এবং গবেষণাপত্র দেখেছেন। দেখা হয়েছে আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন ধারণাপত্র।

অন্যদিকে বিবিসিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের নীতিমালা ও আচরণবিধি দেখা হয়েছে। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল, রাষ্ট্রায়ত্ত গণমাধ্যম *বাংলাদেশ টেলিভিশন*, *প্রথম আলো* ও *ঢাকা এফএম*-এর নীতিমালা এবং *ঢাকা ট্রিবিউন* ও *নিউ এইজ*-এর স্টাইল গাইড দেখা হয়েছে। এ ছাড়া এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাংবাদিক ও প্রশিক্ষক হিসেবে রচয়িতার নিজের অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণ।

---

[১] গবেষণা দলের অন্যান্য সদস্য: উম্মে রায়হানা, আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান, মদিনা জাহান রিমি, মুসলিমা জাহান সেতু, প্রণব ভৌমিক, আতিকুর রহমান, ফারজানা আফরিন ও মুর্শিদা খাতুন। বিশেষ সহায়তা: তানিম আহমেদ, আক্তারুন্ন নাহার ও সারওয়াত তারান্নুম নাদিয়া ।

গত ২২ ফেব্রুয়ারি এক পরামর্শ সভায় খসড়া নির্দেশিকাটি সম্পর্কে মতামত দিয়ে এটাকে সমৃদ্ধ করেছেন সাংবাদিকতাসহ জেন্ডার ও মিডিয়া-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রের ১০ জন:

সাংবাদিক (৬): আফসান চৌধুরী, সাংবাদিক, গবেষক ও লেখক; সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং প্রধান সম্পাদক, *গ্লোবাল টিভি*; আঙ্গুর নাহার মন্টি, সমন্বয়ক, *উইমেন জার্নালিস্ট নেটওয়ার্ক*; শাহনাজ মুন্নী, প্রধান বার্তা সম্পাদক, *নিউজটোয়েন্টিফোর*; মানসুরা হোসাইন, জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক, *প্রথম আলো*; গোলাম মর্তুজা অন্তু, জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক, *বিডিনিউজ২৪ডটকম*।

জেন্ডার ও মিডিয়া এবং আইনবিষয়ক বিশেষজ্ঞ (৪): ড. গীতিআরা নাসরিন, অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*; তাসলিমা ইয়াসমীন, সহযোগী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*; উম্মে বুশরা ফাতেহা সুলতানা, সহযোগী অধ্যাপক, উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*; শামীম আরা শিউলী, ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ, *ইন্টারনিউজ বাংলাদেশ*। তাঁদের প্রত্যেককে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। তাসলিমা ইয়াসমীন আইনসংক্রান্ত অংশগুলো খুঁটিয়ে দেখে সংশোধন-পরিমার্জনার পরামর্শ দিয়েছেন; তাঁকে বিশেষ ধন্যবাদ।

খসড়া নির্দেশিকাটি পর্যালোচনা করে সমৃদ্ধ করেছেন লেখক, গবেষক ও সাংবাদিক আফসান চৌধুরী। তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ এমআরডিআই এবং ফোয়োর সহকর্মীদের, যাঁরা যখন যেমন প্রয়োজন, সেই সহায়তা জুগিয়েছেন।

পাঠ-সহায়িকা, মূলকথা

দিনের শেষে আমাদের সবার লক্ষ্য, সাংবাদিকতার দায়িত্ব মিটিয়ে জীবন ও মানুষের কাজে লাগা। নির্দেশিকাটি সেই পথ খোঁজার লক্ষ্যে রচিত। প্রতিটি মাধ্যমের প্রতিদিনের কাজে সাংবাদিকেরা কী করবেন এবং কী করবেন না, সেটা প্রত্যেককে এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে ভেতর থেকে স্থির করতে হবে। সেই করণীয় ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। আমরা কেবল পরস্পরকে শাণিত করার প্রক্রিয়ায় শরিক হতে চাইছি।

নির্দেশিকাটি তিনটি পর্বে ভাগ করেছি

১. প্রথম পর্বে ছয়টি অনুশিরোনামে সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা ও পেশাগত মানের নিরিখে জেন্ডারের প্রসঙ্গটি আলোচনা করেছি। কয়েকটি মূল বিবেচনা:

- সাংবাদিকতার কেন্দ্রে আছে মানুষ, মানুষের ভালো থাকা—প্রত্যেকের এবং সম্মিলিত জনজীবনের কল্যাণ।
- বিচিত্র জনমানুষের সবার প্রয়োজন ও আগ্রহ মিটিয়ে যথাযথ প্রেক্ষাপটে পূর্ণ সত্য ও মতামত তুলে ধরা।
- ক্ষমতার জবাবদিহি করা, বঞ্চিতজনের প্রতি বিশেষ দায়িত্ব মেটানো।
- কারও অযাচিত ক্ষতি না করা।
- ভালো সাংবাদিকতার জন্য জেন্ডার-সমতা ও সংবেদনশীলতার বিবেচনা অপরিহার্য। সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা সকল লিঙ্গ ও জেন্ডারের প্রতি সমতা-সমসুযোগ ও সংবেদনশীলতা দাবি করে।
- লিঙ্গ জৈবিক বৈশিষ্ট্যের সূত্রে নির্ধারিত হয়; জেন্ডার বলতে বোঝায় ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গ সম্পর্কে সমাজের তৈরি করা বৈশিষ্ট্য। জেন্ডার সমাজের আরোপিত ধারণা, রীতিপ্রথা বা ভূমিকার কথা বলে; ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গের পারস্পরিক সম্পর্কের ধারণা বেঁধে দেয়; ক্ষমতার উঁচু-নিচুর ধারা তৈরি করে; অসমতার ভিত্তি গড়ে। জেন্ডার-পরিচিতি বলতে আবার লিঙ্গ-নির্বিশেষে ব্যক্তির আত্মপরিচয়কে বোঝায়।
- বাংলাদেশে স্বীকৃত লিঙ্গ বা জেন্ডার: নারী, পুরুষ ও হিজড়া। কেউ কিন্তু ভিন্নতর পরিচয়েও নিজেকে চিনতে পারে, যার স্বীকৃতি আইন-বিধিতে নেই।

- সমাজে পুরুষ প্রাধান্য পায়। সাংবাদিক সেটা দ্বারা প্রভাবিত হয়। সংবাদমাধ্যমও সমাজকে প্রভাবিত করে।
- জেন্ডার-বৈষম্যের আরেক নাম, ক্ষমতাবান ও ক্ষমতাহীনের মধ্যে বৈষম্য।
- নীতি-নৈতিক, মানসম্পন্ন, সংবেদনশীল সাংবাদিকতা মানুষের আস্থা অর্জন করে। এসবের লিখিত মানদণ্ড বা নীতিমালা সাংবাদিককে প্রতিদিনের কাজে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।
- মানুষের ভালোর জন্য পরিবর্তন সাংবাদিকের ব্রত। এটা পেশাগত মান এবং সৃজনশীলতাকেও বিকশিত করে।

২. দ্বিতীয় পর্বে নয়টি অনুশিরোনামে সাংবাদিকতায় জেন্ডার-সমতা ও সংবেদনশীলতার প্রসঙ্গটি আলোচনা করেছি। কয়েকটি মূলকথা:

- জেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিত মাথায় রেখে সংবাদ খুঁজলে ও ভাবলে অনেক বিষয় মেলে। বেশ কিছু ধারণা দিয়েছি।
- সব খবরে নারীসহ সব জেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় রাখা দরকার। সংবাদে বিভিন্ন লিঙ্গ ও জেন্ডারের কণ্ঠস্বর যোগ করার সুযোগ খোঁজা দরকার। পুরুষ ছাড়াও অন্য জেন্ডারের বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের তালিকা করে রাখলে সুবিধা হবে।
- আপত্তিকর শব্দের বিকল্প ভাবতে হবে। জেন্ডার-সংক্রান্ত নতুন শব্দ চেনা দরকার। কিছু উদাহরণ দিয়েছি।
- লেখায় ও ছবিতে ছাঁচে ঢালা ধারণা বা নেতিবাচক প্রতিফলন সম্পর্কে সজাগ থাকা দরকার।
- নারীসহ কোণঠাসা জেন্ডারের রসালো উপস্থাপনা এবং পিঠ চাপড়ে ইতিবাচক পরিবেশনা– দুটোই ক্ষতিকর।
- কোণঠাসা জেন্ডার ও অবস্থানের ব্যক্তিদের একান্ততা ও নিভৃতিসহ ব্যক্তিগত গোপনীয়তার বিষয়টিতে নিরাপত্তার ঝুঁকিও বড় বিবেচনা। কলঙ্ক ও ক্ষতির মাত্রা থাকে। অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশুর নাম-পরিচয় প্রকাশযোগ্য নয়, আইনেও মানা আছে।
- সত্য প্রকাশ করতেই হবে, তবে তা করতে হবে যাচাই-বাছাই, তথ্য-প্রমাণ, প্রাসঙ্গিকতা, যথাযথ পটভূমিতে উপস্থাপন, অযাচিত ক্ষতি না করা এবং ন্যায্যতা ও পক্ষপাতশূন্যতার শর্তগুলো পূরণ করে।
- জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীর নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদা প্রথম বিবেচ্য। আইনও পরিচয় নিশ্ছিদ্রভাবে গোপন রাখতে বলে। যৌন সহিংসতায় অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিও ন্যায্য থাকা দরকার। নিকটসম্পর্কিত ব্যক্তির দ্বারা যৌন সহিংসতার ক্ষেত্রে সবিশেষ সতর্কতা চাই।
- পাঠক-গ্রাহকের রুচি, প্রতিক্রিয়া, অযাচিত ক্ষতি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। তবে পাঠকের অপ্রিয় কিন্তু ন্যায্য সত্য তুলে ধরতে হবে। দুটোই নীতিনৈতিকতার দাবি। সেই মানদণ্ডে চুলচেরা বিচার-বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৩. তৃতীয় পর্বে প্রাতিষ্ঠানিক কিছু করণীয় চিহ্নিত করেছি, শেষে একটি ভিত্তি-সংকটের কথা বলেছি। কয়েকটি মূলকথা:

- নীতিনৈতিকতা মেনে মানসম্পন্ন স্বাধীন সাংবাদিকতা এবং জেন্ডার-সমতা ও সংবেদনশীলতা বিষয়ে মালিক, সম্পাদক, বার্তা ব্যবস্থাপক, সাংবাদিক ও সব পর্যায়ের কর্মীদের দায়দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা দরকার।
- বার্তাকক্ষে জেন্ডার-বৈচিত্র্য ও ভারসাম্য কনটেন্টে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। নিয়োগ, পদোন্নতি, কাজ ও দায়িত্ববণ্টন সবকিছুতেই জেন্ডার-সমতার লিখিত নীতি জরুরি।
- প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা দরকার: সকল জেন্ডারের সব সক্ষমতার কর্মীদের উপযুক্ত টয়লেট থেকে শুরু করে নিরাপদ যাতায়াত, মাতৃত্বকালীন (ও পিতৃত্বকালীন) ছুটি, শিশু রাখার ব্যবস্থা…।
- হাইকোর্টের ২০০৯ সালের নির্দেশিকা অনুসারে কার্যকর অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকা দরকার।
- প্রতিষ্ঠানের লিখিত নীতিনৈতিকতার বিধি বা আচরণবিধি থাকা জরুরি, যেখানে জেন্ডারের প্রসঙ্গটি আলাদা করে আসবে। শব্দ ও ভাষার স্টাইল গাইড সহায়ক হবে।
- অনলাইন মাধ্যমের জন্য বাড়তি সতর্কতা এবং আলাদা নীতিমালা দরকার। গ্রাহক-পাঠকের মন্তব্য মডারেশনে জেন্ডার-সংবেদনশীল নীতিমালা জরুরি।
- নীতির চর্চা নিশ্চিত করতে নিয়মিত নজরদারি চাই। চাই প্রতিষ্ঠানের নিজের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও জবাবদিহির ব্যবস্থা। আলোচনা-পরামর্শের পদ্ধতি থাকা ভালো হবে, বিশেষত স্পর্শকাতর বিষয়ের জন্য।
- জেন্ডার-সমতা ও সংবেদনশীলতার সবচেয়ে বড় বাধা আমাদের প্রত্যেকের মাথার মধ্যে—নিজের জানা-বোঝা বাড়ানো, মনখোলা আলাপ-আলোচনা-তর্ক-বিতর্কে নিরন্তর নিজেকে যোগ্যতর করে তোলার বিকল্প নেই।

সবশেষে পরিশিষ্টে এ বিষয়ে আরও জানা-বোঝার জন্য নানা রকম বইপত্র, নীতিমালা, বিধিবিধান এবং গবেষণা সমীক্ষার তালিকা দিয়েছি। প্রায় সব কটিরই অনলাইন লিংক সংযুক্ত করেছি। এগুলো বিষয়ভিত্তিক আটটি ভাগে রেখেছি। প্রতি ভাগে পাঠ্যের নামগুলো প্রাসঙ্গিকতার ক্রম বিচার করে সাজিয়েছি।

১. সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা: প্রসঙ্গ জেন্ডার

১.১ সাংবাদিকতার জেন্ডার দর্শন

নীতিনৈতিকতা, নির্দেশিকা—শব্দগুলো শুনলে অনেক সময় 'এটা করবেন' বা 'এটা করবেন না' জাতীয় একটা অচলায়তনে ঢোকার জন্য মনটা তৈরি হতে নেয়। তার সঙ্গে 'জেন্ডার' যুক্ত হলে উন্নয়নের সুপারিশমালা শোনার প্রস্তুতি জোয়াল হয়ে মনের কাঁধে চেপে বসে। 'জেন্ডার' তখন বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো একটা ব্যাপার হয়ে যায়। সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা কিন্তু বোঝা নয়, জেন্ডারের প্রসঙ্গও তার ওপর আলগা চাপিয়ে দেওয়া শাকের আঁটি নয়।

ছাপা পত্রপত্রিকা, রেডিও, টিভি, ওয়েবক্ষেত্র, অনলাইন সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মঞ্চ—যে মাধ্যমেই সাংবাদিকতা করি না কেন, আমরা তো চাই যে, আমাদের কাজ যেন তথ্য ও সত্য প্রকাশ করে মানুষের নিজের জীবনকে এগিয়ে নেওয়ার কাজে লাগে এবং কারও কোনো অন্যায্য বা অযাচিত ক্ষতি না করে। মোটাদাগে এই হচ্ছে সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতার সারকথা।

এটা কাজের বাধা নয়, বোঝা নয়; বরং পেশার দায়িত্ব মিটিয়ে মুক্ত স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত অবাধ সৃজনশীলতায় কাজ এবং নিজেকে বিকশিত করার সুযোগের গোড়ার কথা। এটা নিত্যদিনের কাজের কথা। সাংবাদিকতা ও সংবাদমাধ্যমের গ্রাহকের আস্থা পাওয়ার ভিত্তি।

জেন্ডারের বিষয়টি মানুষের নিজের সত্য পরিচয়ে কাঙ্ক্ষিত জীবন বিকাশের অধিকারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটা কেবল নারী বা অন্য কোনো কোণঠাসা জেন্ডারের স্বার্থ বিবেচনার বিষয় নয়, এটা জনগোষ্ঠীর সকলের কল্যাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়; সাংবাদিকতার মৌলিক দায়িত্বের অংশ। এ বিষয়ে সজাগ সচেতন সংবেদনশীলতা তাই সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতার অপরিত্যাজ্য অংশ। জেন্ডার ও জেন্ডার-পরিচয়ের মাত্রা, অর্থাৎ এর ধারণা, সমতা ও সংবেদনশীলতা সম্পর্কে অন্ধ থেকে আর যা হোক, ভালো ও ফলপ্রসূ সাংবাদিকতা করা সম্ভব নয়।

১.২ জীবনের জন্য সাংবাদিকতা, মানুষের জন্য সাংবাদিকতা

সাংবাদিকের কাজ বৈধতা পায়, অর্থবহ হয় জনমানুষের ভালো জীবনের সুরক্ষার যুক্তিতে। মানুষের প্রয়োজন ও আগ্রহ বিবেচনায় নিয়ে জনজীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সত্য ও মতামত প্রকাশ করা সাংবাদিকের কাজ। এমন সত্য এবং এমনভাবে তা প্রকাশ করা, যা কিনা মানুষকে নিত্য পরিবর্তনশীল

জীবন ও জগৎ সম্পর্কে জানতে-বুঝতে সাহায্য করে। সেটা মানুষকে নিজের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে, মতামত গড়তে, মতপ্রকাশ করতে, নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে; জনজীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ভিত্তি জোগাবে।

সাংবাদিকের কাজ মানুষকে সত্য জানাবে, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে শেখাবে-ভাবাবে, তার মনকে ভালো রাখার খোরাক জোগাবে। জীবন ও জগতে প্রতিনিয়ত যা কিছু ঘটছে, যা কিছু নানা পরিসরে ভাবনাচিন্তা-তর্কবিতর্ক-আলোচনায় আসছে বা আসা দরকার, সাংবাদিক সেসব তথ্য, সত্য ও তার অর্থ-তাৎপর্য খোঁজখবর করে প্রকাশ করবেন। সেসব বিষয়ে মতামতের বিভিন্ন ও বিচিত্র ধারা প্রকাশ করবেন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং মতধারা বাদ পড়লে চলবে না।

গ্রামের সালিস কমিটি, শিল্প-ব্যবসাকেন্দ্র থেকে সরকারের দপ্তর—বিভিন্ন ক্ষমতাকেন্দ্রের কাজ ও সিদ্ধান্ত জনমানুষের জীবনের ভালোমন্দের ওপর প্রভাব ফেলে। মানুষের হয়ে ক্ষমতার জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সাংবাদিকের বড় কাজ। কোনো মানুষ যেন সুযোগবঞ্চিত না হয়, প্রতারিত না হয়, বৈষম্য, অন্যায়, অনিয়ম, অন্যায্য ক্ষতি, দুর্নীতি, অপরাধ ও অবিচারের ভুক্তভোগী না হয়।

মানুষকে কেন্দ্র করেই সাংবাদিকতা বা সংবাদের বৃত্ত। সাংবাদিকতা মানুষকে নিয়ে, মানুষের জন্য। মানুষ কারা? সর্বসাধারণ। সর্বসাধারণের মধ্যে আছে ব্যক্তি, নানা মাত্রায় বিভাজিত গোষ্ঠী ও সমাজ। আছে নারী, পুরুষ এবং অন্য লিঙ্গ ও জেন্ডার-পরিচয়ের মানুষ। প্রত্যেককে এবং সকলকে ভালো থাকতে হবে। সাংবাদিকের কাজ ও নীতি-নৈতিকতার কেন্দ্রে আছে মানুষের প্রতি এই দায়িত্ব, যাকে বলি জনস্বার্থের সুরক্ষা।

বিবিসির সম্পাদকীয় নীতিমালার সূচনায় জনস্বার্থে কাজ করার আছে। এ কাজকে বলা হয়েছে, শ্রোতা-দর্শকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টোরি করা এবং ক্ষমতার জবাবদিহি করা। নীতিমালাটি বলছে, জনস্বার্থের কোনো একক সংজ্ঞায়ন সম্ভব নয়। এর মধ্যে পড়ছে মত ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা; মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝতে বা জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করার মতো তথ্য দেওয়া; মানুষকে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার কথা ও কাজে বিভ্রান্ত হতে না দেওয়া। অপরাধ বা গুরুতর সমাজবিরোধী আচরণ প্রকাশিত ও চিহ্নিত করলে এবং দুর্নীতি, অবিচার-অন্যায্যতা, উল্লেখযোগ্য অবহেলা ও অযোগ্যতা উন্মোচন করলেও জনস্বার্থ সুরক্ষিত হয়।

সংখ্যার জোর কিন্তু জনস্বার্থের নির্ণায়ক নয়। আছে ন্যায্যতার দাবি। একজন মানুষের প্রতি অন্যায়ও জনস্বার্থের ক্ষতি করতে পারে।

আরেকটা কথা মনে রাখা খুব জরুরি। জনস্বার্থে সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে কারো অন্যায্য ক্ষতি করা চলে না। প্রত্যেকের ন্যায্য অধিকারের দাবি মনে রাখতে হয়।

মানুষ বিচিত্র, জীবন ও জগৎ বিচিত্র। বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে, তার প্রতি ন্যায্য না থেকে সাংবাদিকতা করলে সেটা বাঁধা গতের গণ্ডিতে খাবি খায়। সাংবাদিকতা তখন বিচিত্র জীবন এবং সে জীবনের অভিজ্ঞতাকে প্রতিফলিত করে না। সেটা জনজীবনের কল্যাণ না করে বরং ক্ষতি করে। সাংবাদিকতাও দুর্বল ও বিবর্ণ হয়ে আকর্ষণ ও কার্যকারিতা হারায়।

সুতরাং জনগোষ্ঠী তথা মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে সাংবাদিকের দেখা এবং দেখানোয় সবার মধ্য থেকে কেউ যেন বাদ না পড়ে। তা ছাড়া সমাজের সব অংশের খবর যখন সবাই জানতে পারে, ভিন্নকে বুঝতে পারে, তখন জনজীবনে সংহতির ভিত্তি তৈরি হয়।

যার গলা সবার কাছে পৌঁছানোর সুযোগ যত কম, তার কথা তুলে ধরার দায়িত্ব তত বেশি থাকে। তার অধিকার, অংশগ্রহণ এবং মতপ্রকাশের সুযোগ বেশি মনোযোগ দাবি করে। এটাও ন্যায্যতার দাবি। মানুষের যেমন জানার প্রয়োজনীয়তা আছে, তেমনি জানানোর প্রয়োজনীয়তাও থাকে। নিজের কিছু সমস্যার কথা সবাইকে জানাতে পারার ওপর তার প্রতিকার নির্ভর করে। অনেক সময় সেটা কোণঠাসা গোষ্ঠীর জন্য জীবন-মরণের প্রশ্ন হতে পারে।

আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে। পরিবর্তন যেমন জীবনের, তেমনি সাংবাদিকতারও কাজের ধারা। জনস্বার্থের সুরক্ষা তথা মানুষের ভালো থাকাকে সর্বদা দিনবদলের দিকে অর্থাৎ আজকের চেয়ে ভালো আগামীর দিকে এগিয়ে চলতে হয়। সাংবাদিকতার দায়িত্ব ও কাজের মধ্যে তাই অন্যায্য বিদ্যমান প্রবণতাকে পেরিয়ে নতুন ভালো দিন আনার দাবি থাকে।

১.৩ জেন্ডার-বিবেচনার লক্ষ্য সমতা, সমসুযোগ, সম-অধিকার

মানুষের জৈবিক কিছু বৈশিষ্ট্য (ক্রোমোজম, হরমোন ও প্রজনন অঙ্গ) তার লিঙ্গ নির্ণয় করে। সেটা যেমন নারী বা পুরুষ হতে পারে, তেমনি উভয় বৈশিষ্ট্যের নানামাত্রিক মিশ্রণও (ইন্টারসেক্স)[২] থাকতে পারে। লিঙ্গ কিন্তু জেন্ডার নয়।

জেন্ডার হচ্ছে বিভিন্ন লিঙ্গ সম্পর্কে সমাজের তৈরি বৈশিষ্ট্য ও ধারণা। সমাজের প্রথা, আচরণ বা সংস্কার জৈবিক লিঙ্গের প্রতি যেসব বৈশিষ্ট্য আরোপ করে, সেগুলো ধরে জেন্ডারের বৈশিষ্ট্য ও প্রত্যাশিত আচরণের ধারা এবং জেন্ডার-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। সেগুলো দিয়ে জেন্ডারের ভূমিকা, ক্ষমতা, ক্ষমতার কাঠামো, পারস্পরিক সম্পর্ক, দায়িত্ব ও আচরণ, মনোযোগ পাওয়া ও আমলে আসা—দৃশ্যমানতা এবং অংশগ্রহণ নির্দেশিত হয়। সেগুলো নারীত্ব, পুরুষত্ব ইত্যাদি বাঁধা ছাঁচের নানা রকম ধারণার সৃষ্টি করে। যেমন, নারীরা কোমল ও অসহায়, পুরুষেরা বীর ও কর্তৃত্বের যোগ্য, হিজড়ারা বিব্রতকর পরজীবী ও জীবনাচরণে অনৈতিক ইত্যাদি, ইত্যাদি। জেন্ডারের ধারণা সমাজ থেকে সমাজে ভিন্ন হয়; পাল্টাতে পারে।

আরেক দিক থেকে দেখলে, লিঙ্গ-নির্বিশেষে ব্যক্তি নিজেকে যে পরিচয়ে চিনতে পারে, সেটা তার জেন্ডার-পরিচয়। জেন্ডার ও লিঙ্গের সঙ্গে জেন্ডার-পরিচয়ের সম্পর্ক আছে; তবে 'জেন্ডার-পরিচয়' আলাদা বিষয়।

লিঙ্গগত পার্থক্য বা বিভিন্নতার কারণে কারও দক্ষতা বা যোগ্যতায় কোনো ঘাটতি হয় না। সম্ভাবনা সবার সমান থাকে। ঘাটতি-বিভেদ সৃষ্টি করে সুযোগ ও অধিকারে বৈষম্য; মানুষ হিসেবে মৌলিক অধিকারে বৈষম্য। এই বৈষম্যের একটা বড় আকর সমাজসৃষ্ট জেন্ডারবোধ এবং তার বাঁধা ছাঁচগুলো।

সমাজ ও সংস্কার এখনো পুরুষের প্রতি পক্ষপাত করে। সেই জেন্ডারবোধ সম-অধিকার বা সমদৃষ্টি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুতর বাধা তৈরি করে। আরও গভীরে তাকালে, এ পক্ষপাত আদতে ক্ষমতার প্রতি। এ বাধাকে তাই ক্ষমতাবান এবং ক্ষমতাহীনের মধ্যকার বাধা তথা বৈষম্য হিসেবেও দেখা যায়।

---

[২] ইংরেজিতে একসময় হারমাফ্রোডাইটস বলা হতো। এখন সেটা অবমাননাকর বিবেচনা করা হচ্ছে। খটোমটো এই শব্দটা ব্যবহার না করা ভালো।

সমাজের ধারণা-প্রথা-সংস্কার আর দশজনের মতো সাংবাদিকের দেখা, বোধ এবং দেখানোকেও প্রভাবিত করে। তখনই সাংবাদিকতার মাধ্যমে বৈষম্য ও অন্যায্যতাকে জিইয়ে রাখার ক্ষেত্র তৈরি হয়। সাংবাদিকতা যে এমনটা করে, সে কথা দুনিয়াজুড়ে এবং বাংলাদেশেও বিভিন্ন গবেষণা ও মিডিয়ার আধেয় বিশ্লেষণে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত বিষয়। এটা সাংবাদিকতার মৌলিক নীতি-নৈতিকতার বিরুদ্ধে যায়। সাংবাদিকতার সুযোগ ও সম্ভাবনাকে সংকীর্ণ করে।

১.৪ কেবল নারীর সম-অধিকার নয়

বাংলাদেশের প্রায় পুরো সমাজ পুরুষতান্ত্রিক; একে গোঁড়া বা ক্ল্যাসিক পুরুষতন্ত্র বলেও শনাক্ত করা হয়েছে। এখানে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব বা অগ্রাধিকার এবং নারীর (অন্যান্য জেন্ডারেরও) ওপর পুরুষের সর্বাঙ্গীণ অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ প্রথাগতভাবে স্বীকৃত। প্রথা বলে থাকে, নারীর প্রধান ভূমিকা ও দায়িত্ব পরিবারে এবং পরিবারের প্রতি।

এসব প্রতিবন্ধকতার মধ্যেই নারী কিন্তু পরিবারের গণ্ডির বাইরে নানামাত্রিক ভূমিকায় কাজ করছে, অংশ নিচ্ছে। নারীর অগ্রযাত্রা বা উন্নয়নও কিন্তু হয়েছে, হচ্ছে। সংবিধান, বিভিন্ন আইন, সরকারি-বেসরকারি উন্নয়নের উদ্যোগ, এবং নারী ও মানবাধিকার আন্দোলন পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করছে।

বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রকে জাতীয় জীবনের সব স্তরে নারীর অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে বলেছে; কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য না করতে বলেছে। সংবিধান বলছে, রাষ্ট্র ও গণজীবনের সব স্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার পাবে; নারী, শিশুসহ যেকোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষ বিধান করতে পারবে।[৩]

তবে সংবিধান বা পারিবারিক আইন নারীকে ব্যক্তিগত পরিসরে সম-অধিকারের নিশ্চয়তা দেয় না। সেখানে সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিয়ে, সন্তানের অভিভাবকত্বের মতো বিষয়ে অধিকারগুলো প্রতিটি ধর্মের নিজস্ব বিধানের অনুসারী এবং নারীর প্রতি কমবেশি বৈষম্যমূলক। এভাবে বাংলাদেশে নারীরা সংখ্যায় পুরুষের প্রায় সমান হয়েও জেন্ডারের বিবেচনায় কোণঠাসা ও সংখ্যালঘু রয়ে গেছে।

জেন্ডার-সমতার আলোচনা-আন্দোলনে নারী-পুরুষ বৈষম্যের প্রসঙ্গই সচরাচর উঠে আসে। ভিন্নতর কোনো জেন্ডারের উপস্থিতি এবং অধিকারের প্রসঙ্গ অদৃশ্য রয়ে গেছে; সুনির্দিষ্ট গুরুত্ব পেয়ে আলোচনা-বিবেচনার পরিসরে আসেনি। তারা কিন্তু আছে।

বাংলাদেশে এখন জেন্ডারের আইনি স্বীকৃতি কেবল নারী-পুরুষে সীমিত নেই। 'হিজড়া' নামে পরিচিত যে জনগোষ্ঠী আলাদা লিঙ্গ বা জেন্ডারের স্বীকৃতি পেয়েছে, তারা আরও কোণঠাসা, সংখ্যালঘু এবং বৈষম্যের ভুক্তভোগী।

[৩] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। (১৯৭২, সর্বশেষ সংশোধিত ২০১৮)। অনুচ্ছেদ: ১৯ (৩) [২০১১ সালের সংশোধনীবলে সংযোজিত]; ২৮ (১), ২৮ (২), ২৮ (৩) ও ২৮ (৪); ২৯ (১), ২৯ (২) ও ২৯ (৩)। দেখুন: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-957.html

আবার জৈবিকসূত্রে জন্মের সময় নির্ধারিত লিঙ্গপরিচয়ের চেয়ে ভিন্ন কোনো জেন্ডারে ব্যক্তি আত্মপরিচয় খুঁজে পেতে পারে। কেউ নিজেকে রূপান্তরিত নারী বা পুরুষ হিসেবে শনাক্ত করতে পারে (ট্রান্সজেন্ডার বা শুধু ট্রান্স)। কেউ নারী-পুরুষের গণ্ডির বাইরে নানা ভিন্ন পরিচয়ে নিজেকে শনাক্ত করতে পারে। কেউ নিজের জেন্ডার পরিচয় সম্পর্কে নিঃসংশয় না হতে পারে। কেউবা নিজেকে জেন্ডারবিহীন বলে চিনতে পারে।

যদিও জেন্ডারের থেকে ব্যাপারটা আলাদা, যৌন আচরণে পছন্দ-অপছন্দ (সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন) এবং স্বাধীনতার বিষয়টিও সমাজের আলোচনার পরিসরে উন্মুক্ত হতে শুরু করেছে। সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন বলতে কারও প্রতি অব্যাহত শারীরিক আকর্ষণ, প্রেম বা আবেগিক আকর্ষণের বিষয়টি বোঝায়। বৈশ্বিক পরিসরে জেন্ডার এবং যৌনপছন্দের আলোচনায় নতুন নতুন শব্দ তৈরি হচ্ছে, পাল্টাচ্ছে। সাংবাদিকতার পরিসরেও সেগুলো ঢুকে পড়ছে বা পড়বে।

এসব শব্দ মানুষের নিজেকে শনাক্ত করার অথবা চেনার বৈচিত্র্য এবং সেই অধিকারের কথা বলে। প্রচলিত প্রবল প্রথা বা প্রত্যাশার সঙ্গে নানা রকম দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কথা বলে। এরই জের ধরে মানবাধিকারের নানা বিষয়, বৈষম্যের নতুন নতুন দিক সাংবাদিকের দেখার আওতায় আনার গুরুত্ব বাড়ছে।

নারী এবং নারী-পুরুষ দ্বিভাজনের বাইরে ভিন্নতর লিঙ্গ ও জেন্ডার বা জীবনাচরণের মানুষদের অধিকারহীনতা এবং তাদের প্রতি বৈষম্য অতি বাস্তব। বিষয়গুলো অস্বীকার করলে অথবা উপেক্ষা করলে সাংবাদিকতায় অন্যায্যতার ক্ষেত্র তৈরি হয়।

প্রসঙ্গ হিজড়া: ২০১৩ সালের নভেম্বরে মন্ত্রিসভা হিজড়া নামে পরিচিত জনগোষ্ঠীকে তৃতীয় একটি লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। পরের বছরের জানুয়ারিতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় গেজেট বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলে যে, সরকার এই জনগোষ্ঠীকে 'হিজড়া লিঙ্গ' হিসেবে চিহ্নিত করে স্বীকৃতি দিচ্ছে। বাংলায় জেন্ডারের সমার্থক কোনো শব্দ নেই; অনেক ক্ষেত্রে লিঙ্গ বলতে জেন্ডার বোঝানো হয়ে থাকে।

ক্রমে লিঙ্গের ঘরে জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটার তালিকার ফরমে 'হিজড়া', পাসপোর্টের ফরমে 'অন্যান্য' এবং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফরমে 'তৃতীয় লিঙ্গ' যোগ হয়েছে। এভাবে কিন্তু পরিচয়ের একটা বিভ্রান্তি রয়ে গেল। বিতর্ক আছে, 'হিজড়া' একটি সুনির্দিষ্ট জীবনধারা অনুসারী জনগোষ্ঠী; এটা লিঙ্গ বা জেন্ডারের সমার্থক হতে পারে কি না। তা ছাড়া, তাদের বিভিন্ন অধিকারের নিশ্চয়তা এখনো আইনগুলোতে সুচিহ্নিতভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অন্যদিকে দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা অনুযায়ী যৌন আচরণে ভিন্নতা এখনো শাস্তিযোগ্য অপরাধ; সেটা হিজড়া জনগোষ্ঠীর ওপরও প্রযোজ্য হবে। তাদের যৌন আচরণের স্বাধীনতার প্রতি হুমকি রয়েই গেছে।

১.৫ কেন নীতিনৈতিকতা ও নীতিমালা

সাংবাদিককে জবাবদিহি করতে হয় সাংবাদিকতার গ্রাহকের কাছে, সর্বসাধারণের কাছেও। নীতিনৈতিকতা সেই জবাবদিহির খুঁটি।

নীতিনৈতিকতার মধ্যে আছে সমাজের সব অংশের সব স্রোতের জীবন এবং অভিজ্ঞতার ন্যায্য প্রতিফলন, সবার প্রয়োজন ও চাহিদাকে আমলে নেওয়া। আছে সম্পাদকীয় ও পেশাদারি মান নিশ্চিত

করা। আছে ঘটনায় জড়িতজন এবং সংবাদ ও অন্যান্য কনটেন্টের গ্রাহকের কল্যাণের প্রতি সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল থাকা।

সাংবাদিক যখন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা-ঘটনার প্রবাহ, তর্ক-বিতর্ক-আলোচনা তুলে ধরেন, মানুষের অভিজ্ঞতা ও মতামতের কথা জানান, তখন তাঁকে পেশাদারি ও সম্পাদকীয় মান রক্ষা করতে হয়। সেটা নীতিনৈতিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সাংবাদিকের পরিবেশিত তথ্য ও কনটেন্ট এবং সেটার লেখন-কথন-উপস্থাপন যথার্থ যথাযোগ্য সঠিক হতে হয়, প্রামাণ্য হতে হয়। তথ্য যাচাই-বাছাই পর্যাপ্ত এবং বরাত যথাযথ হতে হয়। ভুল কিছু পরিবেশিত হলে দ্রুততম সময়ে সুস্পষ্টভাবে সংশোধন করতে হয়, সংশোধনী দিতে হয়।

আবার শুধু ন্যাড়া তথ্য দিলে সত্য প্রকাশিত হয় না। যথাযথ প্রেক্ষাপটে পূর্ণাঙ্গ সত্য তুলে ধরা, তথ্য ও সত্যের অর্থ-তাৎপর্য সুস্পষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। সাংবাদিকতার কনটেন্টে ঘটনা বা বিষয়ের যথাযথ প্রেক্ষাপট বা পটভূমি (কনটেক্সট) উপস্থাপন করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ গভীর থেকে গভীরে গিয়ে দেখা ও দেখানোর চর্চা অনেক বাড়ানো দরকার।

এই কাজগুলো করতে হয় পক্ষপাতশূন্য থেকে এবং সব ধরনের প্রভাবমুক্ত অবস্থানের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা (ইনডিপেনডেন্স) বজায় রেখে। চাই ন্যায্যতা এবং যথাযোগ্য ভারসাম্য। জড়িত পক্ষগুলোর কথা বলার সুযোগ, বিশেষত অভিযুক্ত পক্ষের বক্তব্য, অত্যাবশ্যক হয়। ঘটনা, ঘটনার প্রবাহ বা বিষয়ের মানবিক প্রেক্ষাপটে গল্পটা বলতে হয়।

কাজ করতে হয় সৎ ও দায়িত্বশীল থেকে। তথ্য সংগ্রহ আর সত্য উপস্থাপনের সময় মানুষের একান্ততার অধিকার, মানবিক মর্যাদা এবং তার প্রতিক্রিয়া-প্রভাবের প্রতি সংবেদনশীল থাকতে হয়। অযাচিত ক্ষতি এড়ানো, নিদেনপক্ষে কমানোর জন্য, স্পর্শকাতর ঘটনায় শিশুসহ নাজুক অবস্থানের ব্যক্তির নাম-পরিচয় গোপন রাখতে হয়।

এই কাজগুলো মনে থাকে না। দিনের কাজের তোড়ে অনেক বিবেচনা ভেসে যায়। তাই লিখিত নীতিমালা লাগে। কাজে দ্বিধাদ্বন্দ্ব, উভয় সংকট আসে। সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তখন লিখিত নীতিমালা সহায়ক হয়।

১.৬ কেন জেন্ডারবিষয়ক নীতিমালা

সাংবাদিকের চোখ দিয়ে মানুষ সমাজ এবং অন্য মানুষকে দেখে। সাংবাদিকের দেখা ও দেখানো জনমানুষের এবং কর্তৃপক্ষের আলোচনা-মনোযোগ বা অ্যাজেন্ডা নির্ধারণ করতে পারে।

জেন্ডার-সমতা সম্পর্কে সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা সাংবাদিকতার মৌলিক নীতিনৈতিকতা ও অবশ্যকরণীয়র অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু যুগের পর যুগ ধরে সমাজে একক প্রবল জেন্ডারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সবকিছু দেখা এবং বিচারের প্রবণতা জিইয়ে রয়েছে। সাংবাদিক এবং সাংবাদিকতাও এরই মধ্যে বেড়ে ওঠে, লালিত হয়।

সর্বদা সচেতন না থাকলে সাংবাদিকতার মনোযোগের ক্ষেত্রেও সমাজে বিদ্যমান প্রবলতর ঝোঁক, মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে। সেটা তখন বিদ্যমান অবস্থাকেই জোরদার করতে পারে। এ ঝুঁকি মোকাবিলা করার জন্য নীতিনৈতিকতার বোধের মধ্যে জেন্ডার বিষয়ে অথবা আড়ালে পড়া সকল জনগোষ্ঠী বা মানুষের প্রতি আলাদা করে সচেতনতা তৈরি করতে হয়। তখন আলাদা নীতিমালা অথবা সাধারণ নীতিমালায় সুনির্দিষ্ট করে প্রসঙ্গগুলো আনা লাগে।

এটা করা জরুরি, কেননা সাংবাদিক মানুষকে নতুন চোখে দেখতে শেখাতে পারেন। সমাজের রীতি-রেওয়াজ, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি বদলের প্রয়োজনীয়তার কথা কর্তৃপক্ষের এবং সর্বসাধারণের আলোচনায়-চিন্তায় তুলে দিতে পারেন।

জেন্ডার-সমতা বা জেন্ডার-সংবেদনশীলতার জন্য প্রধান কয়েকটি প্রসঙ্গের মধ্যে আছে: মনোযোগে আসা, আমলে আসা, দৃশ্যমানতা; জেন্ডার উপস্থাপন বা প্রতিফলনে ছাঁচে-ঢালা দেখা ও দেখানো; সংবাদ বা কনটেন্টের শব্দ, ভাষা ও চিত্রায়ণে বৈষম্যের প্রভাব। আছে যাচাই, গভীরতর তথ্য-প্রমাণ, তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা নির্ণয় করে বাছাই, ন্যায্যতা, পক্ষপাতশূন্যতা, নিজের মনের পূর্বধারণা থেকে মুক্ত থাকা, যথাযথ প্রেক্ষাপটে পূর্ণাঙ্গ সত্য তুলে ধরা এবং অযাচিত ক্ষতি না করার মৌলিক নীতিগুলোর সূক্ষ্ম ও সতর্ক বিবেচনা।

অর্থাৎ আমরা যেসব খবর করছি না, সেগুলো করার বিষয়ে সচেতন উদ্যোগ ও উদ্যম লাগবে। অন্যদিকে আমরা যেসব খবর করছি, সেগুলোতে জেন্ডার-সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করার বিষয়ে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

তবে যান্ত্রিকভাবে নিজেকে নিগড়ে বেঁধে নীতিমালা অনুসরণ করলে লাভ হয় না। নীতিনৈতিকতার মূল সুর ও যুক্তিগুলো বুঝে নিজের প্রতিদিনের কাজ থেকে শিখে চলতে হয়। সাংবাদিকতা সৃজনশীল কাজ। যান্ত্রিক চর্চা সেখানে খাটে না। তখন সেটাও বাঁধা গতে পড়ে যায়।

জেন্ডার-সমতা ও জেন্ডার-সংবেদনশীলতার কথা আমরা বলছি, কেননা সেটা সাংবাদিকতায় ন্যায্যতা ও বৈচিত্র্য সংযোজন করবে। আমাদের সাংবাদিকতার মান ভালো হবে, দিগন্ত খুলে যাবে। আমরা গৎ ভেঙে নতুন পথে যেতে চাইছি, সাংবাদিকতারই স্বার্থে—সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতার জায়গা থেকে। আমাদের মূল তাগিদ হোক সাংবাদিকতা এবং মানুষের প্রতি নিষ্ঠা।

২. জেন্ডার-সমতা ও সংবেদনশীলতার জন্য কিছু প্রসঙ্গ

২.১ সংবাদের আওতা বাড়ানো

চারপাশের জীবন ও জগৎকে জানা-চেনা, উদ্যমী হয়ে তথ্যের অর্থ ও প্রেক্ষাপট বের করা, এবং মানুষের জানা আর জানানোর তাগিদের প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। এ কাজটা করার সময় জেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিত মাথায় রাখলে একসঙ্গে কয়েকটা লাভ হতে পারে।

- জীবন ও জগতের বাস্তবতা ও বৈচিত্র্য আরও ভালোভাবে তুলে ধরা যাবে। অনেক নতুন নতুন বিষয় মিলবে এবং নতুন দৃষ্টিকোণ পাওয়া যাবে। নতুন গ্রাহক আকর্ষণ করা যাবে।

- খবরগুলো মানুষের কাজে লাগবে। সাংবাদিকতার উপেক্ষাজনিত বিচ্যুতি দূর হবে, জেন্ডার-সমতার লক্ষ্যে নৈতিক দায়িত্ব মিটবে। বলা হয়, সংবাদে কারও উপস্থিতি তার সামাজিক স্বীকৃতি, মর্যাদা ও ক্ষমতা নিশ্চিত করার সহায়ক হতে পারে। বৈষম্যপীড়িত, অদৃশ্য, উপেক্ষার ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর জন্য সেটা আরও বেশি করে সত্য।

- নারীকেন্দ্রিক স্টোরি, হিজড়াকেন্দ্রিক স্টোরি অথবা পুরুষকেন্দ্রিক স্টোরি—এভাবে বিষয় খোঁজা তো যেতেই পারে। কিন্তু নারী-পুরুষ-ভিন্ন জেন্ডারের সংবাদ, 'উন্নয়ন সংবাদ'—ইত্যাদি খোপে ভরে দেখার অভ্যাস বা সংকীর্ণতা যেন চলে না আসে। ভিন্ন ভিন্ন জেন্ডারের সংবাদ প্রকাশের আলাদা আলাদা পরিসর (পৃষ্ঠা, স্থান, অনুষ্ঠান) থাকতে পারে। কিন্তু কেবল সেই খোপে খবর ভরার প্রবণতা যেন না তৈরি হয়। সেটা বরং মূল লক্ষ্য এবং নীতির ক্ষতি করবে।

- সংবাদের আওতা যথার্থ বাড়বে, যদি সব খবরেই জেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিত খুঁজে দেখা যায়। সাধারণভাবে রাজনীতি, অর্থনীতি বা এমন ভারী বিষয়ের খবর পুরুষের দিক থেকে দেখার একটা প্রবণতা আছে। সেসব খবরের জন্য কথাবার্তাও বলা হয় পুরুষের সঙ্গেই। ফলে স্টোরিগুলোতে বৈচিত্র্য কম থাকে। নারী বা অন্য কোণঠাসা গোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর, মতামত ও উপস্থিতি সে খামতি মেটাতে পারবে।

বিষয়ের কয়েকটি ধারণা

- জেন্ডার-সংক্রান্ত রীতি-প্রথা-ভাবনায় যেসব বদল আসছে অথবা আসছে না, সেগুলো ধরে স্টোরি হতে পারে।

জেন্ডার-বৈষম্যের মাত্রা ধরে নানামাত্রিক অনেক স্টোরি হতে পারে। সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের পথ খোঁজা যায়।

আবার বৈষম্য শুধু নয়, নারী ও কোণঠাসা অন্য জেন্ডারের মানুষদের অগ্রগতি-অগ্রযাত্রা বা অর্জন খুঁজে চমকপ্রদ ও জরুরি স্টোরি করা যায়।

যেসব ঘটনা জেন্ডার-সংক্রান্ত ছাঁচে-ঢালা ধারণাকে ভেঙে দেয় অথবা সমতার কথা বলে, সেগুলো বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে স্টোরি করা দরকার। তেমন ঘটনার ছবি এবং সেগুলো গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপনাও জরুরি।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে জেন্ডার-বিভাজিত উপাত্ত খুঁজলে বা নিজের চেষ্টায় তৈরি করে নিলে অনেক আগ্রহব্যঞ্জক ও জরুরি স্টোরি হতে পারে। এমন খোঁজ করার জন্য বিচিত্র বিষয় ভাবা যায়: ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীদের প্রোফাইল; ন্যূনতম কৃষি মজুরি; প্রাথমিক থেকে উচ্চতর শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি, টিকে থাকা এবং শিখন; কোভিডকালে অনলাইন ব্যবসা; স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সাধারণ প্রার্থী এবং সংরক্ষিত আসনসহ সব আসনে নির্বাচিত প্রতিনিধি; জেন্ডারের কোটাভিত্তিক জনপ্রতিনিধিদের কাজের আমলনামা; ম্যানেকুইন শিল্প; বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে নিয়মকানুন ও খরচপাতি; নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের কর্মীরা; বিভিন্ন জাতীয় পুরস্কার; শ্রম অভিবাসন; অভিবাসী শ্রমিকদের পরিবার...।

রাজনৈতিক দলগুলোতে জেন্ডারভেদে কর্মী এবং নেতৃত্ব; জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত থেকে সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ড; প্রতিশ্রুতি-পদক্ষেপ বা রাজনৈতিক সংস্কৃতি হতে পারে বহু স্টোরির আকর।

লিঙ্গ, জেন্ডার এবং জেন্ডার-পরিচয় বিষয়ে ব্যতিক্রমী অনেক চিন্তাভাবনা, দাবি, ধারণা আজকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ নানা পরিসরে আলোচনায় আসছে। এগুলোর প্রসঙ্গে নতুন নতুন শব্দ-শব্দবন্ধ এখন সংবাদেও স্থান করে নিচ্ছে। যেমন রূপান্তরিত নারী বা পুরুষ, ট্রান্সজেন্ডার, এলজিবিটি বা এলজিবিটিকিউ+ বা এলজিবিটিকিউএ+, দ্বিভাজিত-অদ্বিভাজিত (বাইনারি-নন-বাইনারি), ইংরেজি 'কুইয়্যার' শব্দটির নতুন দ্যোতনা এবং অন্যান্য শব্দ বা শব্দবন্ধ। ইংরেজিতে 'হি' বা 'শি'র বদলে প্রথম পুরুষের সর্বনামে একবচনেও বহুবচনের 'দে' ব্যবহারের একটা প্রচলন হয়েছে। এসব শব্দ-শব্দবন্ধ ঘিরে ধারণা, এগুলো ব্যবহারের দাবি ও চর্চা এবং এগুলো নিয়ে তর্ক-বিতর্ক-আলোচনা এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোর গভীরে গিয়ে নানা রকম কনটেন্ট ভাবা যায়। সংবাদ থেকে শুরু করে মতামত, মানুষের কথা, মানুষের জীবন—ভাবনার আগলটা কেবল খুলে দিলেই স্টোরির বৈচিত্র্যপূর্ণ অনেক ধারণা পাবেন। [দেখুন: ২.২-এ 'শব্দ ও ভাষা']

ভাষার ব্যবহার ও জেন্ডার-সংবেদনশীলতা বা তাৎপর্য অনেক আকর্ষণীয় এবং জরুরি স্টোরির জন্ম দিতে পারে। জেন্ডারনির্বিশেষে 'স্যার' সম্বোধনটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথাই ধরুন না কেন। নারী সরকারি কর্মকর্তা বা নারী সামরিক কর্মকর্তারা 'স্যার' সম্বোধনটি পছন্দ করেন। এই ঝোঁকের পটভূমি, এর পেছনের গল্পটা, এর কারণগুলো খুঁজে দেখা যায়।

বিভিন্ন আইন ও প্রথায় জেন্ডার-সমতা অথবা জেন্ডার সংবেদনশীলতার উৎস ধরে বিশ্লেষণ অনেক স্টোরির জন্ম দিতে পারে। পারিবারিক আইনগুলো এবং শ্রম আইন একেবারে আলাদা

করে দেখার মতো আকর বিষয়। যৌন সহিংসতাসহ বিভিন্ন নির্যাতন ও সহিংসতাসংক্রান্ত আইনগুলোর ভালো দিক, ঘাটতি এবং প্রয়োগ ও বিচার নিয়ে অনেক স্টোরি করার আছে। এভাবে আইনে সংশোধনের প্রয়োজনীয়তাও চিহ্নিত করা যায়।

- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর কথাই ধরা যাক। সেখানে বলা আছে, এই আইনের ধারা ৯-এর বিধান সাপেক্ষে ধর্ষণের সংজ্ঞায়ন ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধিকে (ধারা ৩৭৫) অনুসরণ করবে। দণ্ডবিধিতে রেপ বা ধর্ষণের ভুক্তভোগী কেবল নারী হতে পারে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুযায়ী ভুক্তভোগী 'নারী বা শিশু' হতে পারে (ধারা ৯(ক); তবে এই ধারার ব্যাখ্যায় শিশুসহ সব ভুক্তভোগীকে নারী হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এমনকি ছেলেশিশুও ধর্ষণের ভুক্তভোগী হিসেবে বিবেচিত হবে কি না, সেটা সুস্পষ্ট করা হয়নি। আবার, এই আইনে স্বামীর হাতে ধর্ষণের বিষয়টির কোনো উল্লেখ নেই। সে বিষয়ে ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি কার্যকর, যেটা বলছে, স্ত্রীর বয়স কেবল ১৩ বছরের নিচে হলে স্বামীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে সম্মতির প্রশ্নটি আসবে। আইনটি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তাগুলো চিহ্নিত করে ভালো স্টোরি হয়।

- ছেলেশিশু তো বটেই, পুরুষেরাও ধর্ষণের শিকার হতে পারে। যৌন নির্যাতন কেবল পুরুষের একচেটিয়া কুকর্ম না-ও হতে পারে। এসব বিষয়ে আইনের পরিস্থিতি ও ঘাটতি নিয়ে স্টোরি হতে পারে। ধর্ষণ বিবেচিত হওয়ার প্রধান নির্ণায়ক 'সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলকভাবে সম্মতি আদায়'-এর প্রসঙ্গ ধরেই অনেক স্টোরি হতে পারে, এসব বিষয়ের স্টোরিতে নতুন মাত্রা আসতে পারে।

- যৌন সহিংসতার খবর মূলত নারী ভুক্তভোগীর ক্ষেত্রেই করা হয়ে থাকে। পুরুষ অথবা ভিন্নতর কোনো জেন্ডারের ব্যক্তিদের এমন সহিংসতার ভুক্তভোগী হওয়ার বিষয়টি সংবাদমাধ্যমে প্রায় অনুপস্থিত। ছেলেশিশু ধর্ষণের ক্ষেত্রে ইদানীং কিছু স্টোরি আমরা করি, কিন্তু পরে আলোচনা করব যে, সেখানে আরেক ধরনের ছাঁচে-ঢালা ধারণার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এসব খবরে সহিংস ব্যক্তি হিসেবে পুরুষকেই শুধু দেখা যায়। অল্পবয়সী পুরুষ বা ছেলেশিশুর ক্ষেত্রে নারীও যে নির্যাতকের অথবা অন্যায় সুযোগ নিয়ে সংঘটকের ভূমিকায় থাকতে পারে, সে প্রসঙ্গে স্টোরি দেখা যায় না। এসব বিষয়ে নানা মাত্রায় স্টোরি করার সুযোগ রয়েছে।

- এক 'হিজড়া লিঙ্গ' অনুমোদন এবং 'শনাক্তকরণ' প্রসঙ্গই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্টোরির উৎস হতে পারে। 'হিজড়া' শব্দটির অন্তর্নিহিত অবজ্ঞার দ্যোতনা এবং এর গ্রহণযোগ্যতা বা অগ্রহণযোগ্যতাসহ এই দ্যোতনার পরিবর্তন আলাদা করে দেখে ভালো কনটেন্ট হতে পারে।

- যেকোনো ঘটনা, দুর্যোগ, নতুন কোনো পরিস্থিতি (যেমন কোভিড-১৯-এর নানা মাত্রা), নতুন আইন বা নীতির প্রভাব—এমন সবকিছুই জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত থেকে খুঁজে দেখুন। উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠী, পথবাসী জনগোষ্ঠী, জেন্ডার-বৈষম্যের শিকার গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও কোণঠাসা জনগোষ্ঠী—তাদের ওপর প্রভাবগুলো আলাদা করে খোঁজা যায়।

- জেন্ডার-পরিপ্রেক্ষিত থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বয়ান আরেক অচর্চিত ক্ষেত্র। মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা ছিল নানামাত্রিক—সেগুলো খুঁজে খুঁজে হারস্টোরি লেখা যায়। 'হারস্টোরি'

শব্দটির সঙ্গে পরিচয় না থাকলে অক্সফোর্ড বা অন্য কোনো বড় অভিধান খুলে দেখে নিন। নয়তো গুগলমামা তো হাতের কাছে আছেই।

- জেন্ডার-পরিপ্রেক্ষিত থেকে শিল্প-ব্যবসা, ক্ষুদ্র ব্যবসাসহ বিভিন্ন পেশা ও জীবিকা হতে পারে স্টোরির স্বর্ণখানি।
- জেন্ডার-সমতা, জেন্ডার-বৈষম্য—এসব বিষয়ে আজকাল বেশ কিছু সরকারি-বেসরকারি কর্তৃপক্ষ নানা অনুষ্ঠান, আলোচনা, গবেষণা করে থাকে। গবেষণাগুলোর হদিস রাখুন, খুঁটিয়ে পড়ুন। তারপর জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। নিছক গৎবাঁধা অনুষ্ঠানের কভারেজ গোছের খবর করে সেরে না ফেলে, গুরুত্বপূর্ণ ও ভালো কাজগুলোর তথ্য-উপাত্ত নিয়ে মানুষকেন্দ্রিক খবর করুন।
- কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু পুরুষের প্রতি বৈষম্যেরও জেন্ডারমাত্রা থাকতে পারে। খুঁজে দেখাই যাক না!
- পুরুষের ওপর সমাজের 'পৌরুষ' জেন্ডার-প্রত্যাশার বোঝা এবং সেই অনুমোদনের প্রভাবের বিষয়ে নানামাত্রিক জরুরি স্টোরি করা যায়। পুরুষ কীভাবে জেন্ডারের বিষয়টি দেখে, তা খুঁজে দেখা যায়।

কোণঠাসা জনগোষ্ঠীর খবর: সংখ্যালঘুর মধ্যে সংখ্যালঘু যারা, কোণঠাসার মধ্যে প্রান্তিক যারা, যারা একেবারেই অদৃশ্য বা অদৃশ্যপ্রায়, সেসব জনগোষ্ঠীকে খবরের ন্যায্য হিস্যা দিন। হিজড়া জনগোষ্ঠীর কথা বলেছি। অন্য প্রান্তিক জেন্ডারের কথা স্পর্শকাতরতার মাত্রা বুঝে কমবেশি বলার কৌশল ভাবা যায়। নারীদের মধ্যেও এমন গোষ্ঠী কম নেই—যৌনপেশায় নিয়োজিত নারীরা; বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর নারীরা; আর্থিক অবস্থাভেদে নারীরা...। তবে এসব গোষ্ঠীর খবর করার সময় তাদের মানবাধিকার, মানবিক মর্যাদা, নিরাপত্তা ও অন্য ঝুঁকির কথা মাথায় রেখে সেগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে যেন তাদের অযাচিত ক্ষতি না হয়ে যায়।

নারীসহ উপেক্ষিতজনের কণ্ঠস্বর: সংবাদমাধ্যমের আধেয় বিশ্লেষণগুলো বলছে, সংবাদে তথ্য-বক্তব্যের উৎস হিসেবে নারীর সঙ্গে কথা বলা হয় খুব কম। যা বলা হয়, তার বড় অংশই প্রত্যক্ষদর্শী অথবা ভুক্তভোগী নারীর অভিজ্ঞতা জানতে। বিশেষজ্ঞ বা বিষয়বিশারদ হিসেবে সাংবাদিকেরা মূলত পুরুষের সঙ্গেই কথা বলেন। বার্তাকক্ষ, রিপোর্টাররা ও ডেস্কের কর্মীরা সম্মিলিত চেষ্টায় বিভিন্ন বিষয়ে এমন বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ নারী ও কোণঠাসা অন্য জেন্ডারের ব্যক্তিদের একটা তালিকা করতে পারেন। সেটা হালনাগাদ করে চলুন, হাতের কাছে রাখুন এবং ব্যবহার করুন। নারী বা সংখ্যালঘু জেন্ডারের অধিকারকর্মী এবং মানবাধিকারকর্মীদের সঙ্গে কথা বলুন। কোণঠাসা জেন্ডারের সাধারণ মানুষদের সঙ্গে কথা বলুন—অনেক ক্ষেত্রেই সেটা প্রাসঙ্গিক হতে পারে কিন্তু। অনেক খবরের খোঁজও পাবেন।

২.২ উপস্থাপনা এবং সংবেদনশীলতা

জেন্ডার-সমতা, জেন্ডার-সংবেদনশীলতা ও মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য বড় সতর্কতা এবং বিবেচনার ক্ষেত্র হচ্ছে সংবাদের উপস্থাপনা। এটা ছাঁচে-ঢালা ধারণার অনুপ্রবেশের মূল ক্ষেত্র। সংবাদের শিরোনাম অথবা সংক্ষিপ্ত চুম্বক অংশে বিচ্যুতির ঝুঁকি বেশি থাকে। ঝুঁকি বেশি থাকে শব্দ ব্যবহারে, ছবিসহ চিত্রায়ণে।

শব্দ ও ভাষা

- ভাষার ব্যবহারে সাধারণভাবে অনেক শব্দ ও দ্যোতনায় (কনোটেশন) সাধারণভাবে পুরুষবাচকতা প্রবল থাকে। ইংরেজি ভাষায় প্রথম পুরুষের[৪] একবচনের সর্বনামে নারী-পুরুষভেদ আছে (হি ও শি)। অনেক সময় সাধারণীকরণে 'হি' সর্বনামের ব্যবহার এখনো দেখা যায়। সে ভাষায় মানুষ বোঝাতে স্বভাবত 'ম্যান' বা পুরুষ শব্দটি ব্যবহারেরও চল আছে। আমাদের আইনগুলো এসেছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমল থেকে; দণ্ডধারা, দণ্ডবিধিসহ মৌলিক আইনগুলো ইংরেজিতে লেখা। সেখানে এই সাধারণীকরণ দেখা যায়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ১৮৯৭ সালে দি জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্ট 'হি' বলতে নারীকেও বোঝানো আইনসিদ্ধ করেছিল (ধারা ১৩)। তাতে সেসব ক্ষেত্রে আইনি অধিকারে হয়তো সমতা এসেছিল, কিন্তু নারীর অদৃশ্যমানতাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পুরুষ সেখানে আইনগতভাবে নারীকে গ্রাস করে আছে।
- বাংলায় এই ঝামেলা নেই। 'ব্যক্তি', 'সে', 'তিনি'—এগুলো শব্দগতভাবে সব জেন্ডারকেই অন্তর্ভুক্ত করে। তবে এগুলোর দ্যোতনায় পুরুষবাচকতা প্রধান থাকে না, সে কথা হলফ করে বলতে পারছি না। অন্য অনেক শব্দেই এই প্রাধান্য দেখা যায়। অন্যদিকে স্ত্রীবাচক শব্দের অহেতুক ব্যবহারও অনেক সময় আপত্তিকর বলে বিবেচিত হয়। তেমন ব্যবহার জেন্ডারকে খোপে ফেলে দেওয়ার—বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত 'অপর' বানানোর প্রবণতাকে জোরদার করে। বস্তুত এসব ক্ষেত্রে জেন্ডার-নিরপেক্ষ বা অন্তর্ভুক্তিমূলক শব্দ খোঁজা দরকার।
- কিছু শব্দ এবং বিকল্প

সাধারণভাবে এড়িয়ে চলুন	তার বদলে ব্যবহার করতে পারেন
নারী-পুরুষ	মানুষ, ব্যক্তি
ছেলে-মেয়ে	সন্তান, ব্যক্তি
সভাপতি (মহিলা সভাপতি)	সভাপ্রধান
মহোদয় (মহোদয়া)	সুধী, উপস্থিত সকলে, সম্বোধন হিসেবে সুহৃদ, বন্ধু, শ্রদ্ধাভাজন…
ম্যাডাম, স্যার	সম্মানিত সুধী, সম্বোধন হিসেবে সুহৃদ, বন্ধু, শ্রদ্ধাভাজন…
ছেলেবেলা	ছোটবেলা, শিশুকাল
গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড, ছেলেবন্ধু বা মেয়েবন্ধু	বন্ধু, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সঙ্গী, বিশেষ বন্ধু, নিকটসঙ্গী, জীবনসঙ্গী, জুটি…
ছাত্র	শিক্ষার্থী
গায়ক	সংগীতশিল্পী
লেখক [৫]	গল্পকার, ঔপন্যাসিক, রচয়িতা, কবি, প্রবন্ধকার
কাপুরুষ বা কাপুরুষতা	ভীরু, ভীরুতা
দলপতি, দলনেতা	দলপ্রধান

[৪] ইংরেজিতে বিশেষ্য ও সর্বনামের পরিচিতিবাচকতা বোঝাতে 'পারসন' ব্যবহৃত হয়। বাংলায় 'পারসন' বোঝাতে 'পুরুষ' ব্যবহৃত হয়; উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ এবং প্রথম পুরুষ। অর্থাৎ যথাক্রমে আমি-আমরা, তুমি-তোমরা, সে-তারা, রহিমা-রহিম—সবাই 'পুরুষ'!

[৫] গায়ক, লেখক, অধ্যাপক—এ ধরনের কিছু শব্দ সব লিঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যবহার করাও যুক্তিসংগত হতে পারে ।

সাধারণভাবে এড়িয়ে চলুন	তার বদলে ব্যবহার করতে পারেন
বিচারপতি	বিচারক, উচ্চ আদালতের বিচারক
উত্তরপুরুষ, পূর্বপুরুষ	উত্তরসূরি, পূর্বসূরি
প্রমীলা খেলোয়াড়	খলোয়াড়, খেলোয়াড় মেয়েরা, খেলোয়াড় ছেলেরা
রাষ্ট্রপতি	রাষ্ট্রপ্রধান
ইউনিয়ন বা উপজেলা চেয়ারম্যান	ইউনিয়ন বা উপজেলা পরিষদপ্রধান

- লক্ষ করুন, ওপরের তালিকায় বলেছি 'সাধারণভাবে এড়িয়ে চলুন'। তার কারণ, শব্দ ব্যবহারে প্রাসঙ্গিকতা বড় বিষয়। প্রসঙ্গ বা পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী নারী বা পুরুষ বা জেন্ডারবাচক শব্দ আলাদা করে বললে তেমন দোষের কিছু না থাকারই কথা। যেমন ধরুন, 'নারী সাংবাদিক'দের সমস্যা আলাদা করে দেখার পরিপ্রেক্ষিতে শব্দবন্ধটি আসতেই পারে। সমস্যা দেখা দেয়, বিনা প্রয়োজনে অপ্রাসঙ্গিকভাবে এবং চটকদার করার প্রবণতা থেকে জেন্ডার-বিভাজিত শব্দ বা শব্দবন্ধ ব্যবহার করলে।
- অন্যদিকে, নিছক ইরাদার সঠিকতা বা গ্রহণযোগ্যতার বিবেচনায় অর্থাৎ পলিটিক্যালি কারেক্ট থাকা ঝোঁকে জেন্ডার-নিরপেক্ষ শব্দ খোঁজার বাড়াবাড়ি চেষ্টা কিন্তু সত্যকে আড়াল করতে পারে। তেমন শব্দের পেছনে মানুষকে লুকিয়ে ফেলার বিচ্যুতি থেকে সাবধান! যেমন ধরুন চেয়ারম্যানের বদলে শুধু 'চেয়ার'! প্রসঙ্গ ও ন্যায্যতা অনুযায়ী শব্দচয়ন করাটা হচ্ছে নীতিগত বিবেচনা।
- নারী-পুরুষ দুটি জেন্ডারের বাইরে ভিন্ন জেন্ডার-পরিচয়ের অধিকার ও দাবির সঙ্গে সঙ্গে এই বিশেষ ক্ষেত্রে শব্দ নিয়ে জটিলতা বাড়ছে। এখন 'হি' বা 'শি'র বদলে প্রথম পুরুষের সর্বনামে একবচনেও বহুবচনের 'দে' ব্যবহারের একটা প্রচলন হয়েছে। ভাষায় নতুন কিছু শব্দ বা শব্দবন্ধও ঢুকছে। [দেখুন: ২.১-এ 'বিষয়ের কয়েকটি ধারণা']
- এসব শব্দ-শব্দবন্ধ, সেগুলোর ধারণা ও পটভূমি, সেগুলো ব্যবহারের দাবি এবং সেগুলো নিয়ে তর্ক-বিতর্ক-আলোচনার সূত্র ধরে ক্রমে এই শব্দাবলি সংবাদেও ঢুকছে বা ঢুকবে। বিষয়টি মাথায় রেখে সেগুলো ব্যবহারের পরিকল্পনা রাখা ভালো। কীভাবে লিখব, সেগুলোর বাংলা করব কি না (যেমন এলজিবিটিকিউআইএ+)[৬]—সবই পরিকল্পনা করতে হবে। বাংলায় রূপান্তরিত নারী বা পুরুষের চেয়ে ইংরেজি ট্রান্সজেন্ডার শব্দটি সহজে গ্রহণযোগ্য ও কলঙ্কমুক্ত হবে অথবা অসংগত কৌতূহল কম জন্ম দেবে কি না, সেটা ভেবে দেখতে হবে। খসড়া নির্দেশিকাটি নিয়ে পরামর্শ সভায় এ প্রস্তাব এসেছে। তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর যথেষ্টসংখ্যক মানুষের সঙ্গে অবশ্যই কথা বলতে হবে।
- শব্দের নারী-পুরুষ পার্থক্য করার একটি উদাহরণ ভাবনার খোরাক জোগায়। সাধারণভাবে বাংলা পত্রিকায় পুরুষ বা বালক ধর্ষণের ভুক্তভোগী হলে 'বলাৎকার' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, নারীর

[৬] এল=লেসবিয়ান, জি=গে, বি=বাইসেক্সুয়াল, টি=ট্রান্সজেন্ডার, কিউ=ক্যুইয়ার (কোয়েশ্চেনিংও হতে পারে), আই=ইন্টারসেক্স, এ=এসেক্সুয়াল। এ শব্দগুলোর বাংলা হয়তো হতে পারে, যথাক্রমে: নারীপ্রেম, পুরুষপ্রেম, উভয়প্রেম, রূপান্তরিত নারী বা পুরুষ, নারী-পুরুষের বাইরে নানা মাত্রায় ভিন্ন (আত্মপরিচয় অনুসন্ধানী), উভয়লিঙ্গ, যৌন-নিস্পৃহ। এই আদ্যক্ষর সমষ্টির শেষের যোগচিহ্ন (+)=আরও যা বৈচিত্র্য হতে পারে।

ক্ষেত্রে 'ধর্ষণ'। একই অপরাধকে এভাবে জেন্ডারভেদে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার মধ্যে জেন্ডার-সংক্রান্ত ছাঁচে-ঢালা ধারণার প্রভাব রয়েছে বলে মনে হয়। বলাৎকার শব্দটির মধ্যে বল প্রয়োগে পরাস্ত করার ধারণাটি আক্ষরিক অর্থে সুস্পষ্টতর। আবার, আলাদা শব্দ ব্যবহারের মধ্যে বালক বা পুরুষের ক্ষেত্রে ধর্ষণের ক্ষতিকে অপেক্ষাকৃত কম হিসেবে চিহ্নিত করার তাগিদের কথাও শুনেছি। [দেখুন: ২.৮-এ 'যৌন সহিংসতা']

- বিদ্বেষ, বিভেদ, অবজ্ঞা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, অনুগ্রহ বা পিঠ চাপড়ানো, কটাক্ষ, রগরগে উত্তেজক, অমর্যাদাকর শব্দ বা শব্দবন্ধ সম্পর্কে সাবধান। 'পতিতা', 'বেশ্যা', 'গণিকা', 'বারাঙ্গনা', 'রূপসী', 'ষোড়শী' (বিশেষ করে ধর্ষণের ঘটনার ক্ষেত্রে), 'স্বল্পবসনা', 'জাঁহাবাজ মহিলা', 'ঘষেটি বেগম', 'আধুনিকা'...। আমরা প্রায় অবচেতনে লিখে ফেলি 'বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ'। এর মধ্য দিয়ে ভুক্তভোগীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি জোরদার হয়। প্রাসঙ্গিক বিষয়ে এর বদলে লেখা দরকার 'বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অথবা বিয়ের কথা বলে প্রতারণা করে ধর্ষণ'।

- 'যৌনকর্মী' শব্দটি বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরে কি না, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে এর মধ্যে অবজ্ঞা-অমর্যাদা নেই বিবেচনায় শব্দটি সাংবাদিকদের একটা বড় অংশের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। একাত্তরে ধর্ষণের ভুক্তভোগী নারীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে 'বীরাঙ্গনা' স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শব্দটির অর্থের দ্যোতনা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

- 'হিজড়া' শব্দটিও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং অনুমোদন পেয়েছে। এই জনগোষ্ঠীর অনেক মানুষ শব্দটি নামের উপাধি হিসেবে ব্যবহার করেন। অনেকে এই শব্দকে আত্মপরিচয়ের সমার্থক বলে বিবেচনা করেন। তবে সাধারণভাবে অন্য মানুষেরা যখন শব্দটি ব্যবহার করেন, তার মধ্যে অবজ্ঞা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য এবং বহিষ্কারের দ্যোতনা থাকে। এর কোনো গ্রহণযোগ্য বিকল্প ভাবা দরকার হতে পারে। তবে বিকল্প শব্দ এই জনগোষ্ঠীর মানুষদের তরফ থেকে আসতে হবে। এমনও হতে পারে যে, তাদের সমর্থন বা পছন্দের সুবাদে ক্রমে শব্দটির নেতিবাচক দ্যোতনা দূর হবে। তাদের সিদ্ধান্ত যদি 'হিজড়া' শব্দটির পক্ষে যায়, তবে সাংবাদিকও তা ব্যবহার করে এর নেতিবাচক দ্যোতনা দূর করায় সক্রিয় হতে পারেন। ইংরেজি 'কুইয়্যার' শব্দটির ক্ষেত্রে তেমন একটা প্রক্রিয়ার সূচনা দেখা যাচ্ছে।

- একটি সতর্কতা—উন্নয়নের পরিভাষা এড়িয়ে চলা দরকার। তাতে নিজের চিন্তার মধ্যেও জেন্ডার-সমতা ও সংবেদনশীলতার বিষয়টি সাংবাদিকতার মূল করণীয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

- আরেকটা কথা ভাবার আছে। শব্দ বদল করলে কি মনের প্রতিচ্ছবি বা মাথায় গেঁথে থাকা ভাবনার বদল হয়? হয়তো হয়, হয়তো না। তবে বদলের সূচনা নিশ্চয় হয়।

ছাঁচে-ঢালা দেখা ও দেখানো

প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদা করে বিচার করা কঠিন। আমরা তাই গোষ্ঠীবদ্ধ করে বৈশিষ্ট্য বিচার করতে অভ্যস্ত হয়ে যাই। এই যে ছাঁচে ফেলে বিচার, এটা এক অর্থে যেমন অবশ্যম্ভাবী, তেমনি এটা সত্যকে বিকৃত করতে পারে বা ঢেকে দিতে পারে। জেন্ডারের ক্ষেত্রে এমন ছাঁচে-ঢালা দেখা ও দেখানো বৈষম্যকে প্রতিষ্ঠিত করার সহায়ক হয়।

বিভিন্ন জেন্ডারের ভূমিকা, ক্ষমতা, দায়িত্ব, পরিচিতি, প্রত্যাশিত আচরণ, অধিকার, গণ্ডি, দক্ষতা ও যোগ্যতা—এই সবকিছুই ছাঁচে বসিয়ে প্রতিষ্ঠা করার প্রবণতা সমাজের মূল্যবোধ-রীতি-প্রথা এবং মানুষের চিন্তাভাবনা ও আচরণে প্রবলভাবে বিদ্যমান। তেমনি সাংবাদিকতাতেও তার নগ্ন অথবা সূক্ষ্ম উপস্থাপন দেখা যায়। চোরাস্রোতের মতো সূক্ষ্ম উপস্থাপন বেশি ব্যাপক এবং বেশি ক্ষতিকর।

ছাঁচ প্রকাশ পায় শব্দ বা শব্দবন্ধে—কোমলমতি শিশু, অসহায় (নারী), ভীরু (নারী), সাহসী (পুরুষ), করুণ পরিস্থিতি (নারীর)। ছাঁচ প্রকাশ পায় স্টোরির শিরোনামে, বুননে, ছবিতে, চরিত্রচিত্রণে।

ছাঁচে-ঢালা চিত্রণ মানবিক মর্যাদার পরিপন্থী। যেসব ছাঁচের মধ্যে অবজ্ঞা বা কলঙ্ক ঢুকে থাকে, সেগুলো বিশেষভাবে ক্ষতিকর। 'মহিলা' শব্দটির বদলে এখন 'নারী' শব্দকে যে কারণে উৎসাহিত করা হয় (মহিলা যে কখনোই বলা যাবে না, তা-ও কিন্তু নয়!)।

- অহেতুক বা অপ্রাসঙ্গিকভাবে কারও জেন্ডার-পরিচয়, ব্যক্তিগত কোনো তথ্য, অকারণে বয়সের উল্লেখ, অহেতুক বা অপ্রাসঙ্গিকভাবে কাউকে পারিবারিক সম্পর্কের গণ্ডিতে পরিচিত করালে (অমুকের স্ত্রী, তমুকের মা) ছাঁচ জোরদার হয়। নারী বা অন্যান্য কোণঠাসা জেন্ডারের ব্যক্তিকে তাঁর পুরো নামে স্টোরির অন্য চরিত্রদের সমমানে সমান পূর্ণতায় উপস্থাপন করা প্রয়োজন (আবদুর রহমান ও মিসেস রহমানের বদলে দুজনেরই পুরো নাম দিন)।

- কোনো পেশা, কাজ অথবা ক্ষেত্র-পরিসর সম্পর্কে লেখার সময় সতর্ক থাকা দরকার, যেন সেটা কোনো বিশেষ জেন্ডারের একচেটিয়া বলে উপস্থাপিত না হয়। শিশুর পরিচর্যার স্টোরিতে যখন কেবল মায়ের কথা থাকে, মাঠে খেলার প্রসঙ্গে যখন কেবল পুরুষের কথা আসে, তখন এমন ছাঁচ জোরদার হয়। এমন ছাঁচে-ঢালা দেখার ক্ষেত্র অপার। প্রতিটি ক্ষেত্র সম্পর্কে সজাগ থাকুন।

- সচরাচর অপরাধ বা দুর্ঘটনার ভুক্তভোগী নারীর রূপায়ণ হয় ভিকটিম বা 'শিকার' হিসেবে, পুরুষ চিত্রিত হয় সেটার ধাক্কা কাটিয়ে ওঠা ব্যক্তি হিসেবে। এসব ঘটনায় শব্দ ব্যবহারসহ সতর্কতার বেশ কিছু দিক আছে। [দেখুন: ২.৮-এ 'ভুক্তভোগীর নিরাপত্তা ও মানবিক মর্যাদা' ও 'যৌন সহিংসতা']

- এটা ঠিক যে, দুর্যোগ-বিপর্যয়-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নারী, কোণঠাসা জেন্ডারের মানুষেরা, যেকোনো কোণঠাসা অবস্থানের মানুষ, শিশু বা বৃদ্ধদের প্রতি বাড়তি মনোযোগ দিতে হয়। অনেক অপরাধে নারীকে বা অন্য কোণঠাসা জেন্ডারের ব্যক্তিকে ভুক্তভোগী হতে দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রবণতার ঝোঁকে তারা দুর্বল হিসেবে উপস্থাপিত হয়। বাস্তব ঝুঁকির বিবেচনায় বাড়তি মনোযোগ ন্যায্যতারই দাবি। কিন্তু যখন এই মানুষদের ঢালাওভাবে একই ভূমিকায়, একই ঠুলি পরে দেখা এবং দেখানো হয় তখন সেটা ছাঁচে পড়ে যায় এবং তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর দিকটি উপেক্ষিত হয়। সেটা পুরো সত্য বলে না, ক্ষতিকর হয়। ভূমিকা ও অবস্থার বাস্তব বৈচিত্র্যের প্রতি চোখ খোলা রাখুন এবং সেসব গল্পও বলুন।

- আরেক মাত্রা থেকে নারীকে হয় 'খল', নয় 'দেবী'র ছাঁচে ফেলে দেখার একটা প্রবণতাও আছে। এমন চিত্রণ না করতে সতর্ক থাকুন। ঢালাও সাধারণীকরণ কখনোই সত্যকে তুলে ধরে না। নারীরা কোমল, রূপচর্চা কেবল নারীরা বা 'হিজড়া' জনগোষ্ঠীর মানুষেরা করে, পুরুষ কাঁদে না, পুরুষ সংসারের জোয়াল কাঁধে তুলে নেয়—এমন সব ছাঁচই সাধারণীকরণ। এগুলো সত্য নয়।

- লাইফস্টাইল ঘরানার স্টোরি বা কনটেন্টে বাড়তি সতর্কতা দরকার। এগুলোর ওপর বিজ্ঞাপনের প্রভাব থাকায় ডবল ঝুঁকি তৈরি হয়।

- ছাঁচের অনুপ্রবেশ নানাভাবে ঘটে। কোনো একজন মা তার শিশুকে হত্যা করেছেন। সেই খবরের শিরোনাম হয়তো করা হলো 'ঘাতক মা!' ঘটনাটি মায়ের ভূমিকা সম্পর্কে ছাঁচে-ঢালা ধারণার বিরুদ্ধে যায়।[৭] শিরোনামের রোষ এবং বিস্ময় সেই ছাঁচ ভাঙার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করছে। অন্যদিকে 'মা' সম্পর্কে এই সাধারণীকরণ অনেক ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব ডেকে আনে।

- ক্ষতিকর ছাঁচে পুরুষকেও ফেলা হয়। 'বখাটে' অথবা 'পাষণ্ড' অভিধাগুলো যেমন। এর উল্টো দিকে আছে 'ইভ টিজিং'। যেটা যৌন হয়রানিকে হালকা অপরাধ হিসেবে দেখানোর ছাঁচে-ঢালা এক চেষ্টা, যা উচ্চ আদালতের আদেশ সত্ত্বেও সংবাদের মধ্যে এখনো ঢুকে পড়ছে মাঝেমধ্যেই। শব্দগুলো ক্ষতিকর।

ছবিতে প্রতিফলন

- ছবি, ভিডিও, অঙ্কন বা কার্টুনে জেন্ডার-বৈষম্যের প্রকাশ না ঘটাতে সতর্ক থাকা দরকার। ছবিতে নিছক শোভা হিসেবে নারীর আসার বিষয়টি নিয়ে ভাবা দরকার—প্রদর্শনী দেখতে কেবল নারীরা যায় না; পরীক্ষায় কেবল নারীরা ভালো ফল করে না। সেখানে পুরুষ বা প্রাসঙ্গিক অন্য জেন্ডারের ব্যক্তির ছবিও ব্যবহার করা দরকার। ছবিতে নারীকে যৌনসম্ভোগের বস্তু হিসেবে উপস্থাপনের চাক্ষুষ ঝুঁকি থাকে।

- পরচর্চা-সংক্রান্ত কোনো ফিচারে যখন নারীকে দেখা যায় ফোনে আলাপরত, তখন সেটা ক্ষতিকর ছাঁচীকরণ। গ্যাস-সংকটের কথা বোঝাতে কেবল রান্নাঘরে নারী দেখালে সঠিক বা যথাযথ চিত্র হয় না। এমন ক্ষেত্রে পুরুষসহ সব জেন্ডারের নানামাত্রিক বা ভারসাম্যপূর্ণ ছবি দরকার।

- একইভাবে, শোক-বিপর্যয়ের প্রতীক হিসেবে হরেদরে ক্রন্দসী নারীর ছবি ব্যবহারের বিষয়টি ফিরে ভাবা দরকার। পুরুষও কিন্তু কাঁদে, নারীসহ দুর্বল অবস্থানের মানুষেরাও শক্তিমান ভূমিকা নেয়। বিকল্প ছবি ভাবতে হবে, খুঁজতে হবে। শোক ব্যক্তিগত বিষয়। ছবিতে তার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ না ঘটিয়ে সংবেদনশীল অন্য ছবি দেওয়া যায়। শোক প্রকাশের ছবি একান্ত প্রাসঙ্গিক ও অপরিহার্য হলে ব্যক্তির একান্ততা বা মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে, জেন্ডারে ভারসাম্য এনে দিলে ভালো হবে।

- ধর্ষণের সংবাদে যখন নারীর বিপন্ন আর্ততার প্রতীকী ছবি ব্যবহার করা হয়, তখন দুর্বল অসহায় শিকার হিসেবে নারীর চিত্রায়ণ জোরদার হয়। তেমন উপস্থাপন ভুক্তভোগী ব্যক্তির মানসিক বিপর্যয় ও দুর্বলতা বাড়ায়। ঘটনা পার হয়ে আসার যে শক্তি ও উপায়, স্বাভাবিকভাবে বেঁচে

---

[৭] নারীর মাতৃত্বকে মহান করে দেখার যে ছাঁচ, তা অনেকের মনেই অবচেতনে স্বাভাবিক ও গভীর হয়ে থাকে। ফলে অনেক সময় এ ছাঁচ আমাদের লেখায় 'অতি স্বাভাবিক' বা 'প্রত্যাশিত' হিসেবে ঢুকে পড়ে। এটাকে সচরাচর নারীর পক্ষে ইতিবাচক হিসেবে দেখা হয়। বস্তুত এটাও ছাঁচে-ঢালা ধারণাকেই জোরদার করে নারীর নানামাত্রিক ভূমিকাকে গণ্ডিতে আটকে ফেলে।

থাকার জন্য যা একান্ত প্রয়োজন, সেটা উপেক্ষিত হয়। এমন ঘটনার প্রতিবেদনে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ছবি দেওয়া দরকার। [দেখুন: ২.৮-এ 'ভুক্তভোগীর নিরাপত্তা ও মানবিক মর্যাদা' এবং 'যৌন সহিংসতা']

- অন্যান্য কোণঠাসা বা সংখ্যালঘু জেন্ডারের কারও ছবির বিষয়ে বাড়তি সতর্কতা দরকার। সেখানে বৈষম্য ও ছাঁচে-ঢালা উপস্থাপনের নানা রকম ঝুঁকি থাকে। সামাজিক কলঙ্কসহ নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

- মৃতদেহের ছবি দেখানো যায় না, কাফনে জড়ানো বা মুখ অস্পষ্ট করেও না। খুবই বিরল ক্ষেত্রে বড় কোনো জনস্বার্থের প্রশ্নে দেখানো জরুরি মনে হলে সব পক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করুন। তারপর যদি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন, পাঠককে নোট দিয়ে যুক্তি খুলে বলুন।

যৌনসম্ভোগের বস্তু হিসেবে উপস্থাপন

সংবাদে নারীকে যখন অযাচিতভাবে কেবল দেহসর্বস্ব বা 'নারীত্ব'-সর্বস্ব হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, তেমন ছবি দেখানো হয়, তখন সে মানুষের মর্যাদা হারিয়ে পণ্যর মতো হয়ে পড়ে। সব সময় যে এটা নারীদেহ খোলাখুলি দেখিয়ে করা হয়, তা কিন্তু নয়। সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বা সুরে তেমনটা সাধিত হতে পারে।

- এমন উপস্থাপন কিন্তু যেকোনো জেন্ডারের ব্যক্তির ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে। শিশু বা অল্পবয়সীদের এটা থেকে সুরক্ষা দিতে বিশেষভাবে মনোযোগী হতে হয়।

- বিষয়টি সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি প্রয়োজন। অযাচিত অতিরক্ষণশীলতা এবং এমন উপস্থাপন—দুটোই এড়াতে দড়ির ওপর হাঁটার মতো একটা কৌশল প্রয়োজন হয়।

- সমাজকে 'অনৈতিক' যৌনতা বা যৌন বিশৃঙ্খলার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য দণ্ডবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধিসহ বিভিন্ন আইনে অশালীনতা, অশ্লীলতা বা অনৈতিকতার প্রশ্নে বেশ

- কঠোর বিধিনিষেধ রয়েছে। কিন্তু সেখানে যৌনসম্ভোগের বস্তু হিসেবে উপস্থাপিত নারী বা ব্যক্তির মানবিক মর্যাদা কিংবা মানবাধিকারের বিষয়টি নিয়ে কিছু বলা নেই। এমন বিধিনিষেধ বরং মত ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ থাকে। এ ছাড়া এগুলো যৌনকর্মী অথবা নারী-পুরুষ দ্বিভাজনের বাইরে অন্য জেন্ডারের মানুষদের মানবাধিকার খর্ব করতে ব্যবহৃত হতে পারে। বিধিনিষেধগুলোর এমন ব্যবহারের যথেষ্ট নজির রয়েছে।

- আমরা এখানে মূলত সংবাদের কনটেন্ট নিয়ে কথা বলছি। চলচ্চিত্রে এবং বিজ্ঞাপনে নারীকে যৌন বস্তু হিসেবে উপস্থাপনের প্রবণতা বেশি থাকতে পারে। সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত সেসব কনটেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু মাধ্যম কর্তৃপক্ষ দায় এড়াতে পারেন না। ২০১৭ সালের চলচ্চিত্র নীতিমালায় এবং চলচ্চিত্র-সংক্রান্ত অন্য কিছু নীতিতে ভাষা ও কনটেন্টে জেন্ডার-সংবেদনশীলতার শর্ত আছে। চলচ্চিত্র নীতিমালায় ধর্ষণের দৃশ্য দেখানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে যেকোনো নিষেধাজ্ঞার বাধ্যবাধকতার সঙ্গে সৃজনশীলতা ও প্রাসঙ্গিকতার সংঘাত ঘটতে পারে; সেটা আরেক ধরনের ক্ষতির কারণ হতে পারে।

- চলচ্চিত্র ও সম্প্রচার-সংক্রান্ত আইন-বিধি ও নীতিমালায় বিজ্ঞাপনসহ কনটেন্টে খোলাখুলি যৌনতা প্রদর্শন নিয়ে নিষেধের প্রসঙ্গ আছে। ১৯৬৩ সালের ইনডিসেন্ট অ্যাডভারটিজমেন্ট

প্রোহিবিশন অ্যাক্ট (অশালীন বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধকরণ আইন) ভাষার ঘোরপ্যাঁচে বলেছে, সাধারণ মানুষের মনে ভোগলালসা (সেনস্যুয়ালিটি) বা উত্তেজনা জাগাতে পারে এমন কিছু, যা কিনা জননৈতিকতার জন্য ক্ষতিকর, তা হচ্ছে অশালীন বিজ্ঞাপন। এমন বিজ্ঞাপন কেউ প্রকাশ-প্রচার করতে পারবে না। করলে সেটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সুতরাং এর আইনি দায় সংবাদ প্রতিষ্ঠানের ওপর বর্তাচ্ছে।

- তবে এমন ঢালাও এবং অ-সুনির্দিষ্ট আইনি নিষেধাজ্ঞা মত ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হওয়ার ঝুঁকির কথা আগেই বলেছি। কোণঠাসা গোষ্ঠী বা জেন্ডারের মানবাধিকার খর্ব হওয়ার ঝুঁকির কথাও বলেছি। সেই বিবেচনায় এমন বিধিনিষেধের ব্যবহার দিনের শেষে জেন্ডার-সমতার বিরুদ্ধে যেতে পারে।

- তা ছাড়া মুশকিল হচ্ছে, এমন খোলাখুলি ভোগলালসার সামগ্রী হিসেবে না দেখিয়েও সংবাদের কনটেন্টে, চলচ্চিত্রের দৃশ্যে বা বিজ্ঞাপনে নারীর দেহ বা নারীকে (শিশু, পুরুষ, কোনো হিজড়া বা ভিন্নতর জেন্ডারের ব্যক্তিকেও) অযাচিতভাবে দেখানো যায়, বিস্তারিত রগরগে অথবা ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় অথবা ক্ষতিকর ছাঁচে-ঢালা ভাষায় লেখা যায়। তেমন ছবিতে বা বিবরণে ব্যক্তির উপস্থিতি কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পণ্য হিসেবে কাজ করে। উপস্থাপনার এই সূক্ষ্ম অবমাননা নীতিমালা আর আইনের ফোকর গলে বেরিয়ে যাবে। সেটা মোকাবিলার জন্য সাংবাদিকতার নীতিগত দাবি ছাড়া আর কোনো সহায় থাকছে না।

- বিজ্ঞাপনে জেন্ডার-ভূমিকার সমতা বা বৈচিত্র্যের প্রতিফলন নিশ্চিত করার উদ্যোগও নীতিগত দাবি। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে, বিজ্ঞাপনসহ যেকোনো কনটেন্টে এই প্রতিফলন নিশ্চিত করার বিষয়টি মূলত সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতার দাবি।

- আইনি অথবা কর্তৃপক্ষীয় নীতিমালার বিধিনিষেধ কখনো জেন্ডার-সংবেদনশীলতার সহায়ক হতে পারে, কখনো বা অধিকার খর্ব করতে পারে। যেমনটা আগে বলেছি, অশ্লীলতা-অশালীনতা-

- অনৈতিকতার আইনি নিষেধাজ্ঞায় নারী বা ব্যক্তির মানবিক মর্যাদার প্রশ্নটি অনুপস্থিত, অবান্তর, অথবা গৌণ। দণ্ডবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধি, অথবা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মানহানির সাধারণ সংজ্ঞায়ন ও বিধিনিষেধ আছে। তবে সাংবাদিককে জেন্ডার-সমতা এবং জেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে মানবিক মর্যাদার দাবি বুঝতে হবে সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা ও দায়িত্বের নিরিখে।

২.৩ ফায়দা লোটা

অপরাধ বা অন্য কোনো খবরে অহেতুক নারীকে টেনে এনে রসালো করা, রগরগে করা, চটকদার করার নজির আছে। সংখ্যালঘু অন্য কোনো জেন্ডারের কাউকে এভাবে ব্যবহার করার সুযোগ থাকে। পুলিশসহ নানাজনের কথার ভিত্তিতে সংবাদের গল্পে কোনো নারীকে এনে কখনো অসহায় শিকার, কখনোবা খল চরিত্র হিসেবে দেখিয়ে ঢালাও কাঁদুনি গাওয়া অথবা দোষারোপের ঝোঁক থাকে। এ পথে হাঁটলে তাৎক্ষণিক লাভ হলেও হতে পারে, তবে আখেরে পাঠক-গ্রাহকের আস্থা সমূলে হারানোর সমূহ ভয় আছে।

সংবাদের ঘটনায় কোনো চরিত্র প্রাসঙ্গিক বা অপরিহার্য, তা যেমন পরখ করে বুঝতে হবে, তেমনি তাকে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নিতে হলে নীতিনৈতিকতার সব কটি মাত্রা ভালো করে বিচার করতে হবে; মানতে হবে। নয়তো কাজটা নিছক ফায়দা লোটা হয়ে যাবে।

২.৪ পিঠ চাপড়ানো এবং কাঁদুনি গাওয়া

নারী বা কোণঠাসা কোনো জেন্ডারের কারও কৃতিত্ব বা অর্জন তুলে ধরার মতো ইতিবাচক স্টোরি নেতিবাচক হয়ে যায়, যখন সেটা পিঠ চাপড়ানোর সুরে করা হয়। অযাচিত অথবা ফেনানো সাবাসি-বাহবার মধ্যে অনুগ্রহের ভাব থাকে; প্রচ্ছন্ন থাকে এমন ইঙ্গিত যে, 'এমনটা তো তার পারার কথা ছিল না!' ফেনানো কাঁদুনিতে অনুগ্রহ ও অমর্যাদার সুর প্রচ্ছন্ন থাকে। বিষয়গুলো ছাঁচে-ঢালা উপস্থাপনার ক্ষতিকর দিক হিসেবে চিনে রাখা ভালো।

২.৫ একান্ততা বা নিভৃতি ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা (প্রাইভেসি)

তথ্য সংগ্রহের সময় বাংলাদেশের সমাজের প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে, নারীসহ কোণঠাসা জেন্ডার এবং ভিন্নতর যৌন আচরণের ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর একান্ততা ও নিভৃতির সুরক্ষা আলাদা বিবেচনার দাবি রাখে। সজ্ঞান সম্মতি নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে ছবির ক্ষেত্রে। ছবির প্রকাশ তেমন মানুষদের জন্য নিরাপত্তা ও কলঙ্কসহ নানামাত্রিক ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। সুতরাং বাড়তি সতর্কতা চাই।

২.৬ সত্য প্রকাশ

খসড়া নির্দেশিকা নিয়ে পরামর্শ সভায় একজন জ্যেষ্ঠ রিপোর্টার একটি উদাহরণ দিয়েছিলেন। একটি রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনের নেতৃস্থানীয় একজন নারী ও একজন পুরুষের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা মারপিটে গড়ায়। তখন ওই নারীর হাতে পুরুষটি মার খান। এ ঘটনার রিপোর্টে 'নারী' বিবেচনায় তাঁর পরিচয় গোপন রাখা হয়। রিপোর্টারের প্রশ্ন ছিল, জেন্ডারবিষয়ক বিধিনিষেধ বা অতিস্পর্শকাতরতা সত্য প্রকাশে বাধা হতে দিলে কী করণীয়।

কথা হলো এই যে, অপরিহার্য সত্য প্রকাশ করতেই হবে। একই সঙ্গে নীতি-নৈতিকতার মৌলিক দায়িত্বগুলোও পূরণ করতে হবে। অর্থাৎ যাচাই-বাছাই, তথ্য-প্রমাণ, প্রাসঙ্গিকতা, প্রেক্ষাপট, অযাচিত ক্ষতি না করা, পক্ষপাতশূন্যতা ও কথা বলার সুযোগ– সব কটি শর্ত পূরণ করে তথ্য রাখা বা বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। [দেখুন: ২.৮-এ 'যৌন সহিংসতা']

২.৭ কলঙ্ক, ক্ষতি ও নিরাপত্তার ঝুঁকি

স্পর্শকাতর ঘটনায় তো বটেই, এমনিতেও সমাজের রীতিরেওয়াজ ও সংস্কারের বিবেচনা থেকে নারীসহ কোণঠাসা জেন্ডার এবং ভিন্নতর যৌন আচরণের মানুষদের কলঙ্ক বা নিরাপত্তার ঝুঁকি পুরুষের তুলনায় বেশি থাকে। এ জন্য পরিচয় গোপন রাখার প্রয়োজনীয়তা বেশি হতে পারে।

- যত কোণঠাসা গোষ্ঠী, তত বেশি সতর্কতা ও দায়িত্বের প্রয়োজন। যৌনপল্লি এবং যৌনকর্মীদের নিয়ে স্টোরি করার সময় যেমন পরিচয়ের গোপনীয়তা নিশ্ছিদ্র হওয়া চাই। ছবি বা ভিডিওর ব্যাপারে সতর্কতা চাই, গোপনীয়তা রেখে মুখ অস্পষ্ট করে দেখানোর মতো আরও কৌশল ভাবতে হবে।

- যৌন আচরণে ভিন্নতা প্রসঙ্গে স্টোরি করতে হলে, সেখানে চরিত্রদের শনাক্ত না করা খুব জরুরি হবে। অন্য কোনো স্টোরিতে তেমন কারও উপস্থিতি বা সংযোগ থাকলে, অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক না হলে এ ব্যাপারে তথ্য দেওয়ারই কোনো যুক্তি নেই। দিলে সেটা অযাচিত ক্ষতি করবে।

- সংখ্যালঘু, বৈষম্যের শিকার বা কোণঠাসা কোনো জেন্ডারের তথা তেমন যেকোনো গোষ্ঠীর কারও বিরুদ্ধে যখন কোনো গুরুতর অভিযোগ ওঠে, সেটার যাচাইয়ে বিশেষ যত্ন চাই। তাকে অথবা তার পক্ষের কাউকে উত্তর দেওয়ার যথার্থ সুযোগ দিতে হবে। সেই উত্তর বা ব্যাখ্যা স্টোরিতে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে, স্টোরি যেন কোনোভাবেই পুরো গোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষ বা বিরূপ ধারণা তৈরি না করে।

- কোনো সংবাদে যদি কারও জেন্ডার-বৈষম্যমূলক বক্তব্য বা মতামত থাকে, তবে সেটা সুস্পষ্ট বরাতে যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করা দরকার। যথোপযুক্ত বিশেষজ্ঞ বা প্রতিনিধির কাছ থেকে এর পাল্টা বক্তব্য সংগ্রহ করে যুক্ত করাও সমান জরুরি হবে।

- কল্যাণ করা এবং অযাচিত অহেতুক ক্ষতি না করার মূল নীতি মনে রেখে করণীয় বুঝতে হবে। খসড়া নির্দেশিকা নিয়ে পরামর্শ সভায় একজন জ্যেষ্ঠ রিপোর্টার তাঁর একটা অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। কোণঠাসা এবং সামাজিক কলঙ্কের ভুক্তভোগী একটি গোষ্ঠীর এক মেয়ের পরীক্ষায় ভালো ফল করা নিয়ে তিনি ইতিবাচক স্টোরি করছিলেন। তখন তাঁর প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী মেয়েটির নাম, ছবি, পরিচয়- সবই গোপন রাখতে হলো। এতে স্টোরির আকর্ষণ হয়তো কমে গেল, কিন্তু মেয়েটির কল্যাণ সুরক্ষিত থাকল। বার্তাকক্ষের ব্যবস্থাপকেরা মিলে আলোচনা করে বিকল্প ছবি ঠিক করেছিলেন।

  [আরও দেখুন: ২.৮-এ 'গোপনীয়তার সুরক্ষা ও আইনের বিধান']

শিশু যখন 'কাঠগড়ায়'

- অভিযুক্ত বা অপরাধে জড়িত ব্যক্তি অথবা তেমন মামলার সাক্ষী যদি ১৮ বছরের কম বয়সী হয়, তাহলে সংবাদমাধ্যমে স্টোরি, ছবি বা বিবরণে তার পরিচয় কোনোভাবেই প্রকাশ করা যাবে না। ২০১৩ সালের শিশু আইনও শিশুর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে—ধারা: ২৮(১) ও ২৮(২) এবং ৮১(১)।

- শিশু আদালত যদি মনে করেন, এতে শিশুর স্বার্থহানি হবে না, তা হলে তিনি প্রকাশের অনুমতি দিতে পারেন। কিন্তু পরিচয় প্রকাশ ওই মামলাসংশ্লিষ্ট কোনো শিশুর স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলে, সেটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ—ধারা: ৮১(২) ও ৮১(৩)।

- আইনটির ২৩ ধারার অর্থ দাঁড়ায়, এমন মামলার কার্যক্রম চলাকালে উপস্থিত থাকতে চাইলে সাংবাদিককে আদালতের অনুমতি নিতে হবে। শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর মনে করলে আদালত যেকোনো ব্যক্তির উপস্থিতি নিষেধ করতে পারেন (ধারা ২৫)।

- এই বিধানগুলো শিশুর ভালো থাকা, একান্ততার অধিকার, নিরাপত্তা ও মর্যাদার প্রতি মনোযোগী থাকার বিষয়ে জোর দিচ্ছে। সাংবাদিকের জন্য এর প্রতিটিই তাঁর পেশাগত নীতিনৈতিকতার অংশ।

২.৮ যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক অন্য সহিংসতা

ভুক্তভোগীর নিরাপত্তা ও মানবিক মর্যাদা

যেকোনো জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার সংবাদেই প্রথম বিবেচনা, ভুক্তভোগীর নিরাপত্তা ও মানবিক মর্যাদার সুরক্ষা।

- পরিচয় নিশ্ছিদ্রভাবে গোপন রাখা একটি সাধারণ করণীয়, বিশেষত যৌন সহিংসতা এবং অন্যান্য স্পর্শকাতর ঘটনার ক্ষেত্রে।
- আরেকটি সাধারণ করণীয় হচ্ছে, ঘটনার অসহায় শিকার হিসেবে তাকে চিত্রিত না করে, ঘটনা উত্তরণের মধ্যে যে সাহস ও শক্তির দিক আছে, সেটার দিকে নজর টানা।
- তার দিকের কথা, তার যাতনা-দুর্ভোগ (ট্রমা), তার বক্তব্য, বিশেষ গুরুত্ব পাবে। তবে কথা বলতে হবে তার ইচ্ছা মান্য করে, অত্যন্ত সংবেদনশীল থেকে।
- প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কথা, তাকে সহায়তা জোগানো, বিচারের প্রক্রিয়া-এ বিষয়গুলো তুলে ধরতে হয়।
- এইচআইভি এইডস, অ্যাসিড সহিংসতা, আত্মহত্যা বা আত্মক্ষতি, অথবা একই ধারার পরিস্থিতির যেকোনো ভুক্তভোগী অথবা দুর্বল স্পর্শকাতর অবস্থানের ব্যক্তির ক্ষেত্রে একই বিবেচনাগুলো কার্যকর হবে।

যৌন সহিংসতা

যৌন সহিংসতার খবরে সংবেদনশীলতা, সতর্কতা এবং সচেতনতার অনেকগুলো বাড়তি মাত্রা থাকে।

- ভুক্তভোগী ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার আগে তার মানসিক অবস্থা এবং সজ্ঞান, সুবিবেচিত, অর্থবহ সম্মতি আছে কি না বুঝতে হয়। কথা বলাটাই অনেক সময় ক্ষতির কারণ হতে পারে। প্রয়োজনে কথা বলার সময় কাউন্সেলর কাউকে সঙ্গে রাখা ভালো। তার আস্থাভাজন কাউকে তো রাখবেনই। কথা বলাটা যেন জেরার মতো হয়ে না যায়; ভুক্তভোগীকে ভীত, বিপন্ন, উদ্বিগ্ন না করে, সে ব্যাপারে সজাগ ও যত্নশীল থাকুন। ভুক্তভোগী ব্যক্তি শিশু হলে (মেয়ে বা ছেলে বা ভিন্নতর জেন্ডার) আরও বেশি সতর্ক ও সংবেদনশীল থাকুন। সংবেদনশীলভাবে ভুক্তভোগীর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক বিপর্যয় ও যাতনা বা ভোগান্তি বা ক্ষতির কথা তুলে ধরুন। তবে সতর্ক থাকুন, আপনার তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া, তথ্য প্রকাশ এবং উপস্থাপনা যেন তার জন্য দ্বিতীয়বার ভোগান্তির অভিজ্ঞতা না হয়ে যায়।
- এমন অনেক ঘটনায়, বিশেষত অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষমতা বা টাকার জোর থাকলে, বিচারের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হতে পারে। তখন ভুক্তভোগীকে দায়ী করে কথাবার্তার ঝড়ও ওঠে। স্টোরি যেন সেই সুর না ধরে, তেমন ইঙ্গিত না দেয়, সে ব্যাপারে সাংবাদিককে বিশেষভাবে সতর্ক ও প্রভাবমুক্ত থাকতে হয়।

- অনেক তথ্যে ভুক্তভোগীকে দায়ী করার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকে অথবা সেই উদ্দেশ্যে তথ্যদাতা বিভিন্ন সূত্র তেমন তথ্য দিতে পারেন। কিছু উদাহরণ: 'ধর্ষক ভুক্তভোগীর পূর্বপরিচিত'; 'ভুক্তভোগী খোলামেলা জীবন যাপন করতেন'; 'ছাত্রী মিনিস্কার্ট পরে আসত (ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত শিক্ষকের আদালতে দেওয়া জবানবন্দি); 'ভুক্তভোগীর ধূমপান ও অন্যান্য নেশায় আসক্তি ছিল'; 'ভুক্তভোগীর গায়ে উল্কি আছে (সুরতহাল প্রতিবেদন)'; 'ভুক্তভোগী প্রায়ই ছেলেবন্ধুদের সঙ্গে গভীর রাত পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করত'; 'ঘটনা ঘটেছে গভীর রাতে'; 'ভুক্তভোগীর বাবা-মা বিবাহবিচ্ছিন্ন'; 'ভুক্তভোগী একা থাকতেন'; 'ভুক্তভোগীর উঁচু মহলে ঘোরাফেরা ছিল'; ইত্যাদি, ইত্যাদি। অনেক সময় পুলিশের তদন্তকারী কর্মকর্তারা অথবা তদন্তের বিভিন্ন নথিপত্র এ জাতীয় বিবরণের একটা বড় উৎস হতে পারে। খসড়া নির্দেশিকা নিয়ে পরামর্শ সভায় একাধিক বিশেষজ্ঞ যেমন বলেছেন, এমন তথ্যের ব্যবহার একটা বিশেষ উদ্বেগজনক প্রবণতা।

- তথ্যের ধরন বা উৎস যা-ই হোক, নীতি-নৈতিকতার শর্তগুলো পূরণ করে তবেই স্টোরিতে তা দেওয়া বা না-দেওয়ার প্রশ্ন বিচার করতে হবে। এ জাতীয় তথ্যের গভীর নেতিবাচক প্রভাব থাকে, এগুলো চরিত্র হনন করে। তেমন কোনো তথ্য কখনো স্টোরিতে দিতে হলে সত্য প্রকাশের স্বার্থে অপরিহার্য প্রাসঙ্গিকতার যুক্তি লাগবে। ব্যক্তিগত তথ্য নিতান্ত প্রাসঙ্গিক না হলে এমনিতেই স্টোরিতে ঢুকবে না। [দেখুন: ২.৬, 'সত্য প্রকাশ']

- ধর্ষণের ঘটনায় প্রাপ্তবয়স্ক ভুক্তভোগীর 'সম্মতি না দেওয়া' এবং 'ভয় দেখিয়ে বা প্রতারণামূলকভাবে আদায় করা সম্মতি'র প্রসঙ্গটি সূক্ষ্মভাবে বিচার্য। ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারা এবং ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের 'সংজ্ঞা' অংশ আর ৯ ধারা ভালো করে পড়ে মর্মার্থ বুঝে নিন। সাংবাদিকসহ বিচারপ্রক্রিয়ায় জড়িত অনেকের মনে এ বিষয়ে নানা অবিশ্বাস, সংস্কার ও বাঁধা ছাঁচ কাজ করে। সম্মতি এবং ভয় দেখিয়ে, ছলনা-প্রতারণা করে সম্মতি আদায়, অথবা পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে সম্মতি আদায়ের বিষয়গুলো পরিষ্কার বোঝা দরকার। যতক্ষণ পর্যন্ত অকাট্য তথ্য-প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে, ততক্ষণ ভুক্তভোগীর অসম্মতি বিষয়ে সন্দেহ বা ধারণা বা কটাক্ষ প্রকাশ করা একেবারেই উচিত নয়।

- নারী ছাড়া ভিন্ন জেন্ডারের কেউ যৌন সহিংসতার ভুক্তভোগী হলে সেগুলোর সংবাদ খুব কম করা হয়। খসড়া নির্দেশিকা নিয়ে পরামর্শ সভায় একজন বিশেষজ্ঞ মনে করিয়ে দেন, ইদানীং ছেলেশিশুদের বেলায় এমন সংবাদ কিছু কিছু প্রকাশ করা হয়। তবে সেগুলো বেশির ভাগই মাদ্রাসার ক্ষেত্রে। সেটা ছাঁচে-ঢালা আরেক ধরনের ধারণাকে জোরদার করছে।

- ভুক্তভোগী ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা-সমর্থন পাওয়ার হদিস বাতলে দেওয়া দরকার। স্টোরিতে সহায়তা পাওয়ার উপায়, খোঁজখবর-তথ্য দিলে সম-অবস্থায় থাকা ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের উপকার হয়। তবে ভুক্তভোগী কোনো নিরাপদ নিবাস বা সেফহোমে থাকলে সেটা সুনির্দিষ্ট করবেন না কিন্তু; ঠিকানা তো নয়ই।

- অধিকারকর্মীদের সঙ্গে কথা বলা দরকার; সমস্যার বড় প্রেক্ষাপটের তথ্য-উপাত্ত দেওয়া দরকার; ঘটনাটি এবং সহিংসতার ব্যাপকতর পটভূমি সম্পর্কে যাদের সঙ্গে কথা বলবেন, তাদের মধ্যে নারী (প্রসঙ্গ অনুযায়ী অন্য সংখ্যালঘু জেন্ডার) যেন থাকে।

- ধর্ষণের ভুক্তভোগী ব্যক্তির ক্ষেত্রে কী শব্দ ব্যবহার করবেন, সেটা খুব ভাবনাচিন্তার বিষয়। 'ধর্ষিতা' শব্দটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সর্বশেষ সংশোধনীতে (২০২০) 'ধর্ষণের শিকার' করা হয়েছে। অনেক সংবাদমাধ্যম অনেক আগে থেকেই এই শব্দবন্ধ ব্যবহার করছে। এতে এমন ঘটনার ভুক্তভোগীর ক্ষেত্রে জেন্ডারের গণ্ডি বড় হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এতে 'ভিকটিম' রূপায়ণের ছাঁচ দূর হয় না; ঘটনা অতিক্রম করে বাঁচার শক্তিও গুরুত্ব পায় না। 'ভুক্তভোগী' একটা নিরুপায় বিকল্প হতে পারে। তবে নতুন শব্দ ভেবে চলা দরকার। 'গণধর্ষণ' শব্দটির চেয়ে 'দলবদ্ধ ধর্ষণ' বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ও সত্যানুগ হয়। আইনেও শব্দটি তাই। 'জোরপূর্বক ধর্ষণ' বা 'উপর্যুপরি ধর্ষণ' একেবারেই আপত্তিকর। নারীর জন্য 'ধর্ষণ' এবং পুরুষের জন্য 'বলাৎকার'-এই বিভাজন ভুল ও আপত্তিকর। ধর্ষণকে ধর্ষণ বলাই সঠিক।
- শব্দ ব্যবহার ও বিবরণ যেন রগরগে বা উত্তেজক না হয়, সে ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। ভুক্তভোগী ব্যক্তির জন্য সেটা দ্বিতীয়বার ধর্ষণের শামিল।
- ভুক্তভোগীর পরিচয় গোপন রাখার বিষয়টি এ-সংক্রান্ত আইনের বিধানের অংশে আলোচনা করছি। এখানে ছবি প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। ধর্ষণের সংবাদে প্রায়ই নারীর বিপন্ন আর্ততার প্রতীকী ছবি বা হাতে আঁকা ছবি ব্যবহার করা হয়। এতেও ভুক্তভোগীর 'ভিকটিম' চিত্রায়ণ—তাকে দুর্বল অসহায় শিকার হিসেবে রূপায়ণ—জোরদার হয়। ভুক্তভোগী ব্যক্তির মানসিক বিপর্যয়, দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের অনুভূতি বাড়ায়। বরং ছবি বা প্রতীক এমন হওয়া দরকার, যেটা ঘটনা পার হয়ে আসার শক্তি ও উপায়কে দৃশ্যমান করবে। সৃজনশীল হয়ে বিকল্প ছবি ভাবতে হবে। অনেক সময় অভিযুক্ত ব্যক্তির ছবি ছাপার প্রস্তাব আসে। কিন্তু পরে আলোচনা করব যে, সেটাও ন্যায্য হয় না।
- ঘটনার ভুক্তভোগী ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবারের সুরক্ষার বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হয়। ভুক্তভোগীর পরিচয় গোপন রাখার প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও ন্যায্যতার দাবি থাকে। অহেতুক ও অপ্রাসঙ্গিকভাবে পরিবারের সদস্যদের নাম-পরিচয় দেওয়া যায় না।

গোপনীয়তার সুরক্ষা ও আইনের বিধান

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতাসংক্রান্ত কিছু আইন সংবাদমাধ্যমকে ভুক্তভোগী ব্যক্তির পরিচয় গোপন রাখতে বলছে এবং রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিচারের সুযোগ রেখেছে।

- ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে অন্তর্ভুক্ত অপরাধগুলোর মধ্যে আছে ধর্ষণ, দলবদ্ধ ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন ও শ্লীলতাহানি অর্থাৎ যৌন হয়রানি, আত্মহত্যায় প্ররোচনা ও যৌতুকের জন্য হত্যা বা আঘাত।

  আইনটিতে অবশ্য ধর্ষণের সংজ্ঞায়নে ছেলেশিশু বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। এ ছাড়া স্বামীর হাতে ধর্ষণকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। আইনটির এ খামতিগুলোর বিষয়ে রিপোর্ট করার প্রয়োজনীয়তার কথা আগেই বলেছি। [দেখুন: ২.১-এ 'বিষয়ের কয়েকটি ধারণা']

  এই আইনের ১৪(১) ধারা অনুযায়ী, সাংবাদিককে এই আইনে বর্ণিত কোনো অপরাধের ভুক্তভোগী নারী বা শিশুর পরিচয়ের নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে। এটা অমান্যকারীর

জন্য ধারা ১৪(২)-এ কড়া শাস্তির বিধান আছে। (২০১২ সালের মানব পাচার দমনসংক্রান্ত আইনটি আদালতের অনুমতি ছাড়া পাচার হওয়া ব্যক্তি ও তার পরিবারের সদস্যদের পরিচয় প্রকাশ করলে সাজার বিধান রেখেছে, তবে কিছুটা কম।)

- নীতিনৈতিকতার দাবিতেই যৌন সহিংসতার ভুক্তভোগী ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরিচয়ের নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তা রক্ষা করা জরুরি। এর সঙ্গে তার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ, নিরুপদ্রব জীবনের অধিকার এবং সামাজিক কলঙ্কমুক্ত মানবিক মর্যাদার প্রশ্নগুলো জড়িত। অর্থাৎ এমন কোনো টুকরো তথ্য দেওয়া যাবে না, যা জুড়ে জুড়ে তাকে শনাক্ত করা যায়। এমনটা কিন্তু প্রায়ই ঘটে।

- তা ছাড়া যৌন সহিংসতায় নিহত ব্যক্তির নাম-পরিচয়-ছবি প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রায় কোনো সংবাদমাধ্যমই বিরত থাকে না। অথচ নীতিনৈতিকতা ও আইন—দুটোই বলছে, নিহত ব্যক্তিও গোপনীয়তার সুরক্ষা পাবে। নীতিনৈতিকতা বলছে, নিহত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার পরিবার একই রকম ঝুঁকিতে থাকে, সংবেদনশীলতা দাবি করে। ভুক্তভোগীর মানবিক মর্যাদার প্রশ্নটিও বড়।

- টিভির ক্ষেত্রে ছবি দেখাতে হলে মুখ ঝাপসা করে দেওয়া দরকার। চারপাশেও কোনো শনাক্তকরণযোগ্য কিছুর ছবি যেন না থাকে। আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে ভিডিও বা তোলার সময়ই ছবি শনাক্তকরণের অনুপযোগী করে ফেলা যায়।

- কখনো কোনো ভুক্তভোগী যদি প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ভূমিকা নিতে চায়, নিজে পরিচয়ের গোপনীয়তা তুলে নেয়, তখন সাংবাদিক প্রথমে তার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের বিষয়টি খুব ভালো করে বুঝে দেখবেন। তারপর প্রয়োজনে প্রকাশের কারণে নিজের আইনগত ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

যৌন সহিংসতার ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি ন্যায্যতা

যৌন সহিংসতার সঙ্গে জড়িত সামাজিক কলঙ্ক কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। অভিযোগ মিথ্যা বা ভুল হলে সে ক্ষতি ন্যায্য হয় না। তার নিরাপত্তাঝুঁকিও থাকে।

- নীতিনৈতিকতা বলে, অভিযোগ প্রমাণিত না হলে অথবা অকাট্য প্রমাণ হাতে না থাকলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম-পরিচয় গোপন রাখা দরকার। অকাট্য প্রমাণ হতে পারে অভিযুক্ত ব্যক্তির হাতেনাতে ধরা পড়া এবং পর্যাপ্ত প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকার মতো পরিস্থিতি। তেমন অকাট্য তথ্য-প্রমাণ পাওয়া কঠিন। সুতরাং নাম-পরিচয় প্রকাশের যুক্তি অতি বিরল ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য হবে।

- থানায় মামলা হলে নাম প্রকাশ করে দেওয়ার রেওয়াজ আছে। কিন্তু ন্যায্যতা ও সত্যতার তথ্য-প্রমাণ বিচার না করে সেটা করা বাঞ্ছনীয় নয়।

- চূড়ান্ত বা সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়ার আগে, আদপে আদালতের রায়ের আগে, ছবি কখনোই ছাপা উচিত নয়।

নিকটসম্পর্কিত ব্যক্তির দ্বারা যৌন সহিংসতা

- পরিবারের নিকটজনের হাতে যৌন সহিংসতার ক্ষেত্রে অভিযুক্ত বা দায়ী ব্যক্তির পরিচয় গোপন রাখতে হয়। এটা ভুক্তভোগীর নাম-পরিচয় প্রকাশ না পাওয়া এবং তার কল্যাণের স্বার্থেই করা দরকার।
- সম্পর্ক নির্দিষ্ট করলেও পরিচয় প্রকাশের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। সেটা ভুক্তভোগীর মানসিক যাতনা বাড়াতে পারে।
- এ ধরনের খবরে সতর্কতা ও সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি। বিবরণ একেবারে সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- অনেকে ধর্ষণের এই ধরনের কথা উল্লেখ না করে এটাকে 'গুরুতর যৌন সহিংসতা' বা 'গুরুতর ধরনের ধর্ষণ' বলতে পরামর্শ দেন।

২.৯ গ্রাহকের পরিপ্রেক্ষিত

সাংবাদিকতা ও সংবাদমাধ্যম অপ্রচলিত বা অপ্রথাগত বিষয়ে সচরাচর রক্ষণশীল রীতিরেওয়াজের মাপকাঠিকে মান্য করে চলে। নারীর সমতার দাবি এখন আলোচনার পরিসরে পরিচিত বিষয়। হয়তো কিছুটা গ্রহণযোগ্যতার গণ্ডিতেও চলে এসেছে। কিন্তু জেন্ডারের নতুন নতুন ধারণা, অধিকার এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো সমাজের সবার কাছে পরিচিত বা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। যৌনতার মতো বিষয়ে লেখালেখি এখনো এড়িয়ে চলার প্রবণতা আছে।

- যৌনতা, জেন্ডার-পরিপ্রেক্ষিত, জেন্ডার-সমতার নানা প্রসঙ্গ সংবাদের কিছু অথবা অনেক গ্রাহকের মধ্যে অস্বস্তি বা তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে। গ্রাহকের গ্রহণক্ষমতা অথবা আহত হওয়ার বিষয়ে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হয়, কেবল মাধ্যমের গ্রহনযোগ্যতার স্বার্থেরই নয়, নানা বয়সী নানা অবস্থার গ্রাহকের প্রতি দায়িত্বের নীতিগত বিবেচনা থেকেও।
- কিন্তু জীবন ও জগতের সত্য প্রতিফলিত করাসহ সাংবাদিকের আরও মৌলিক নীতিগত দায়িত্ব আছে, যা এই চোখ বুজে থাকার বিপক্ষে যায়।
- এমন সব ক্ষেত্রকেই বলি নৈতিকতার উভয় সংকট। উভয় সংকটে পথ দেখাবে মৌলিক নীতিনৈতিকতা, যার মধ্যে আছে ন্যায্য ও কল্যাণকর পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করার দাবি।
- দুটো নীতির মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তখন বিচার করে দেখতে হয় কোনটির দাবি বেশি, কোন দাবিটি বেশি ন্যায্য। অপ্রিয় কিন্তু ন্যায্য সত্য তুলে ধরার কোনো বিকল্প নেই। সেসব খবর করার এবং প্রাসঙ্গিক খবরে সেসব মাত্রা আনার কৌশল খুঁজতেই হবে।

৩. প্রতিষ্ঠানের করণীয় এবং একটি ভিত্তি-সংকট

সংবাদ ও সাংবাদিকতায় জেন্ডার-সমতা এবং সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংবাদমাধ্যমের তরফ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক এবং কনটেন্ট-সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক কিছু বিষয় নিশ্চিত করা জরুরি:

- মালিক, সম্পাদক, বার্তাকক্ষের ব্যবস্থাপক, রিপোর্টার, আলোকচিত্রী, কপি ও ভিডিও সম্পাদক, মানবসম্পদ বিভাগ—প্রত্যেকের দায়দায়িত্ব ও ভূমিকা সুনির্দিষ্ট এবং চিহ্নিত করা দরকার। প্রত্যেকেরই কাজ করার আছে। স্বার্থের দ্বন্দ্ব এড়ানোর জন্য এ বিষয়ে মালিক থেকে শুরু করে প্রত্যেকের সম্পৃক্তি ও আন্তরিকতা জরুরি। সজাগ পরিকল্পনা দরকার।
- বার্তাকক্ষে কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের মধ্যে সব জেন্ডারের ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব থাকলে সংবাদের হিস্যায় জেন্ডার-সমতা আসার এবং সংবাদে জেন্ডার-সংবেদনশীলতা নিশ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জেন্ডার-বৈষম্য দূর করার সুস্পষ্ট নীতি থাকা দরকার। নিয়োগ, পদোন্নতি, দায়িত্ব অর্পণ, দিনের কাজ বণ্টনসহ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরিচালনাসংক্রান্ত সুস্পষ্ট জেন্ডার নীতি থাকলে ভালো হয়। জেন্ডার-সংশ্লিষ্ট আচরণবিধিও এর অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
- নারী ও অন্যান্য কোণঠাসা জেন্ডারের কর্মীদের কাজ করার সহায়ক ব্যবস্থা ও পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য নীতি এবং উদ্যোগ চাই। সহায়ক ব্যবস্থার মধ্যে মাতৃত্বকালীন ছুটি (পিতৃত্বকালীন ছুটিও নয় কেন?), কর্মীদের শিশুসন্তানদের রাখার জন্য পরিচর্যাকেন্দ্র, জেন্ডারভেদে সবার জন্য উপযোগী টয়লেট—এসব হচ্ছে একেবারে প্রাথমিক ব্যবস্থা।
- নারী ও অন্যান্য প্রান্তিক জেন্ডারের কর্মীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা বিশেষ জরুরি। প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি নিরোধের নীতি এবং হাইকোর্টের ২০০৯ সালে দেওয়া নির্দেশিকা অনুসারে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকা প্রয়োজন। সেই কমিটি যেন কার্যকর হয়, সেটাও নিশ্চিত করতে হবে।
- রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সংবাদমাধ্যমের জন্য একটি অভিন্ন ও বিস্তারিত জেন্ডার নীতিমালা এবং সেটার প্রয়োগে নজরদারির সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ থাকলে সংবাদমাধ্যমের নিজস্ব নীতি প্রণয়ন ও অনুসরণের তাগিদ বাড়বে।
- প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকতার লিখিত নীতিনৈতিকতা ও আচরণবিধি তৈরি করা এবং সেটাতে জেন্ডারের বিষয়টিকে আলাদা করে সুনির্দিষ্ট করা দরকার। জেন্ডারের প্রসঙ্গে আলাদা করে নীতিমালা থাকতে পারে।

- অনলাইনের কনটেন্টে বিচ্যুতি বেশি ঘটতে দেখা যায়। সেখানে খবর ধরানোর তাড়া বেশি থাকে, পাঠকের মনোযোগ ধরার প্রতিযোগিতা থাকে। নীতিমালায় অনলাইনের ঝুঁকির জায়গাগুলো চিহ্নিত করা দরকার। আলাদা নীতিমালাও থাকতে পারে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কনটেন্ট উপস্থাপনে বাড়তি সতর্কতা চাই।

- অনলাইনে গ্রাহকের মন্তব্য মডারেশনের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট জেন্ডার-সংবেদনশীল নীতিমালা থাকা জরুরি।

- শব্দ ও ভাষার কোনো স্টাইল গাইড যদি থাকে, সেটার মধ্যে জেন্ডার-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা তৈরি করা দরকার। স্টাইল গাইড যদি না থাকে, জেন্ডার-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন শব্দ ব্যবহার করবেন এবং কোনগুলো করবেন না, সেগুলোর তালিকা করে রাখতে পারেন। তালিকাটি হালনাগাদ করে চলুন। সবার সঙ্গে আলোচনা করুন। সবাইকে এর কপি দিন, এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত করুন।

- এসব নীতিমালা ও নির্দেশনা সম্পর্কে কর্মীদের সজাগ ও সচেতন করার উদ্যোগ চাই। এগুলোর প্রয়োগ ও চর্চার নিয়মিত ও নিবিড় নজরদারি চাই। আলোচনা-পর্যালোচনা হওয়া দরকার। প্রতিদিনের কাজে উদ্ভূত সমস্যাগুলোর নজির সংরক্ষণ করে ভবিষ্যতের জন্য সমাধান ভেবে রাখার ব্যবস্থা দাঁড় করালে কাজে দেবে।

- স্পর্শকাতর যেকোনো বিষয়ে অথবা নৈতিকতার প্রশ্নে দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা উভয় সংকটের পরিস্থিতিতে বার্তা ব্যবস্থাপক ও সম্পাদকদের সঙ্গে আলোচনা-পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটা ব্যবস্থা দাঁড় করানো গেলে লাভ হবে।

- বিভিন্ন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও উভয় সংকটের সময় পরামর্শ চাওয়ার জন্য প্রতিটি সংবাদমাধ্যমের ভেতরে একটা কমিটি থাকতে পারে। সেখানে বাইরের বিশেষজ্ঞদেরও রাখা যায়। আবার সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠন এমন পরামর্শকেন্দ্র তৈরি করার উদ্যোগ নিতে পারে।

- সংবাদমাধ্যমের নিজস্ব উদ্যোগে সাংবাদিকতার মান উন্নয়নের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রয়োজন।

- খসড়া নির্দেশিকা নিয়ে পরামর্শ সভায় একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, সংবাদমাধ্যমের নিজের উদ্যোগে নিয়মিত জেন্ডারবিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা দরকার। সংবাদকর্মী, সংবাদ ব্যবস্থাপক, সম্পাদক এমনকি মালিকদেরও এমন প্রশিক্ষণ নেওয়া প্রয়োজন। এ প্রশিক্ষণগুলো পুরোপুরি সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা, দায়িত্ব এবং অবশ্যকরণীয়র দৃষ্টিকোণ থেকে পরিকল্পিত হলে ফলপ্রসূ হবে।

- **একটি ভিত্তি-সংকট:** মূল পরিবর্তন প্রয়োজন সাংবাদিকদের চিন্তার জগতে, মাথার মধ্যে। আর সেটার জন্য পড়াশোনা, বিচিত্র জগতের সঙ্গে পরিচিতি, মন খোলা আলাপ-আলোচনা, প্রশ্ন, তর্ক-বিতর্ক করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। সাংবাদিকদের মধ্যে এই বিশ্বাস ও উদ্যম জাগতে হবে যে, সাংবাদিকতার স্বার্থেই জেন্ডার-সমতা ও সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করা অতি জরুরি একটি কাজ।

পরিশিষ্ট:
আরও পড়তে পারেন

১. জেন্ডার বিষয়ে সাংবাদিকতার জন্য পরামর্শ

- Son, J. (2022). *Gender on Our News Radar: A View from Southeast Asia.* Sweden: Fojo Media Institute. দেখুন: www.fojo.se/en/gender-on-news-radar/
- Ramsak, A. (2012). *Guidelines for Gender Sensitive Reporting.* Republic of Slovenia, Ministry of Foreign Affair. দেখুন: http://www.ekvilib.org/wp-content/uploads/2017/06/en_GUIDELINES_FOR_GENDER_SENSITIVE_REPORTING.pdf
- Media Council of Tanzania. (2009). *Media Gender Code of Ethics.* দেখুন: https://mct.or.tz/wp-content/uploads/2019/05/Media-Gender-Code-of-Ethics.pdf
- Alasgarli, M. & Milojevic, J.S. (2019). *Gender Equality and the Media: Guide for News Producers.* Baku: Council of Europe. দেখুন: https://rm.coe.int/gender-equality-and-media-guide-for-news-producers-in-azerbaijan-eng/168094f616
- EIGE. (2019). *Toolkit on gender-sensitive communication.* দেখুন: https://eige.europa.eu/publications/toolkit-gender-sensitive-communication
- FPU. (n.d.). *Gender Sensitive Reporting.* দেখুন: https://kq.freepressunlimited.org/themes/gender-equality/gender-in-media-content/gender-sensitive-reporting/
- GPC. (2014). *Media Guidelines for reporting on Gender-Based Violence in Humanitarian Contexts.* দেখুন: https://www.refworld.org/docid/5c3701d27.html
- UNFPA. (2020). *Reporting on gender-based violence in humanitarian settings: A journalist's handbook (second edition).* দেখুন: https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/reporting-gender-based-violence-humanitarian-settings-journalists?

- UN Women Africa. (n.d.). *Guideline for Gender Responsive Media.* দেখুন: https://africa.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Africa/Attachments/Publications/2020/Gender%20and%20Media%20Guideline%20-%20English.pdf
- SPJ. Journalist's Toolbox. *Gender Issues.* (যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিকদের সংগঠন সোসাইটি অব প্রফেশনাল জার্নালিস্টস-এর এই লিংকে জেন্ডারবিষয়ক (মূলত নারী) নানা ধারণা, নীতি ও উদাহরণের হদিস পাবেন।) দেখুন: https://www.journaliststoolbox.org/2022/03/21/womens_issues/
- A Resources Bank of good practices. বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মিডিয়াতে এবং মিডিয়ার মাধ্যমে জেন্ডার-সমতা আনার কাজে সহায়ক হচ্ছে এমন ভালো চর্চার উদাহরণের জন্য দেখুন: https://www.agemi-eu.org/mod/page/view.php?id=519
- Tasneem, S. (2022). *Responsible reporting on sexual violence: a review of Bangladeshi print media practices.* UK: Thompsom Reuters Foundation. দেখুন: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2022-09/RISJ%20Paper_Shuprova_HT22_FINAL.pdf

  [১২ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে দেখা হয়েছে]

২. জেন্ডার-বৈচিত্র্য-সংক্রান্ত কিছু ভিত্তি-ধারণা (আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন—এপিএ)

- WHO. Gender and health. (এখানে লিঙ্গ, জেন্ডার, জেন্ডার-পরিচয়ের সংজ্ঞায়ন পাবেন) দেখুন: https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/gender-and-health
- Council of Europe. Sex and gender. দেখুন: https://www.coe.int/en/web/gender-matters/sex-and-gender
- APA. (2015). *Key Terms and Concepts in Understanding Gender Diversity and Sexual Orientation Among Students.* দেখুন: https://www.apa.org/pi/lgbt/programs/safe-supportive/lgbt/key-terms.pdf (বিশেষত দেখুন: প্রথম অংশে ফরমগুলো; দ্বিতীয় অংশে জেন্ডার-সংক্রান্ত বিভিন্ন সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা; চতুর্থ অংশে জেন্ডার-ইনক্লুসিভ রেস্টরুম বা টয়লেটের চিহ্ন)
- APA. (2019). *A Guide for Supporting Trans and Gender Diverse Students.* দেখুন: https://www.apa.org/apags/governance/subcommittees/supporting-diverse-students.pdf
- APA. (2014). *Transgender People, Gender Identity and Gender Expression.* দেখুন: https://www.apa.org/topics/lgbtq/transgender
- APA. (n.d.). *Definitions Related to Sexual Orientation and Gender Diversity in APA Documents.* দেখুন: https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf

৩. আইনি স্বীকৃতি ও হিজড়া

- বাংলাদেশ সরকার। (২০১৪, ২৬ জানুয়ারি)। *সরকার বাংলাদেশের হিজড়া জনগোষ্ঠীকে হিজড়া লিঙ্গ (hijra) হিসেবে চিহ্নিত করে স্বীকৃতি প্রদান করা সংক্রান্ত.* ঢাকা: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। (জানুয়ারি ২০১৪ সালের এক্সট্রাঅর্ডিনারি গ্যাজেট, পৃ. ৯২৯)। দেখুন: https://www.dpp.gov.bd/bgpress/index.php/document/get_extraordinary/6851
- Titir, A. (2019). *From Recognition to Realizing Rights: Legal Protection of Gender Identity in Bangladesh Law. Dhaka: Bangladesh Legal Aid and Service Trust.* দেখুন: https://www.blast.org.bd/content/publications/Policy-Brief-Hijra-and-GDC-Rights.pdf
- বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। (২০১৯, এপ্রিল ১১)। *বাংলাদেশ গ্যাজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, প্রজ্ঞাপন. ভোটার তালিকা বিধিমালা, ২০১২-এর অধিকতর সংশোধন* (লিঙ্গ হিসেবে 'হিজড়া' অন্তর্ভুক্ত করার জন্য)। ঢাকা: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়। দেখুন: http://www.ecs.gov.bd/bec/public/files/1/Law/voter_talika_corruction.pdf
- জন্মনিবন্ধনের অনলাইন আবেদনপত্র। দেখুন: https://bdris.gov.bd/br/application
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের (এমআরপি) অনলাইন আবেদনপত্র। দেখুন: http://www.passport.gov.bd/Reports/MRP_Application_Form[Hard%20Copy].pdf;
- বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। (২০১৪. জুলাই ২৩)। *বাংলাদেশ গ্যাজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, প্রজ্ঞাপন. জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০-এর বিধিমালা প্রণয়ন;* (সংযুক্ত ফরমে লিঙ্গ হিসেবে 'হিজড়া' অন্তর্ভুক্ত আছে)। দেখুন: http://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/11294_53886.pdf

৪. কর্মক্ষেত্রে ও জনপরিসরে যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের প্রতিকার ও রোধকল্পে হাইকোর্টের দুটি রায় ও নির্দেশনা এবং প্রাসঙ্গিক কিছু আইন

- হাইকোর্ট ডিভিশন, বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি (বিএনডব্লিউএলএ) বনাম বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য, ১৪ বিএলসি ৬৯৪, ২০০৯. (রিট পিটিশন নং: ২০০৮ সালের ৫৯১৬). দেখুন: http://www.supremecourt.gov.bd/resources/documents/276907_Writ_Petition_5916_08.pdf (Directives in the form of Guidelines: c,,. 23-31).
- হাইকোর্ট ডিভিশন, বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি (বিএনডব্লিউএলএ) বনাম বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য, ৩১ বিএলডি ৩২৪, ২০১১। (রিট পিটিশন নং: ২০১০ সালের ৮৭৬৯)। দেখুন: https://www.blast.org.bd/content/judgement/BNWLA-VS-Bangladesh2.pdf অথবা http://supremecourt.gov.bd/web/?page=judgments.php&menu=00& div_id=2&start=700 (#713).

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৭২)। দেখুন: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957.html
- The Penal Code, 1860. দেখুন: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-11.html
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০। দেখুন:http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-835.html
- শিশু আইন, ২০১৩। দেখুন: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1119.html

৫. সাংবাদিকতার নীতিমালা, আচরণবিধি, মান

- The Reynolds Journalism Institute and the Ethical Journalism Network. Accountable Journalism, a website. ২০১৫ সাল থেকে এখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আচরণবিধি, নীতিমালা আর প্রেস কাউন্সিল সম্পর্কে তথ্য সংকলিত করা হচ্ছে। তবে সব কটি হালনাগাদ করা নেই। দেখুন: https://accountablejournalism.org/; এখান থেকে দেখতে পারেন: https://accountablejournalism.org/ethics-codes Ges https://accountablejournalism.org/resources
- ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশনের (বিবিসি) সম্পাদকীয় নীতিমালার ওয়েবসাইটে বিভিন্ন বিষয়ে সম্পাদকীয় নির্দেশনাও পাবেন। দেখুন: https://www.bbc.com/editorialguidelines/guidelines/
- IPSO. (2021). *Editor's Code of Practice*. দেখুন: https://www.ipso.co.uk/editors-code-of-practice/ অথবা https://www.ipso.co.uk/media/2032/ecop-2021-ipso-version-pdf.pdf অথবা https://www.editorscode.org.uk/the_code.php

  ইনডিপেনডেন্ট প্রেস স্ট্যান্ডার্ড অ্যাসোসিয়েশন (আইপিএসও) যুক্তরাজ্যের সংবাদপত্র ও সাময়িকী (অনলাইনসহ যারাই লেখা আধেয় প্রকাশ করে) শিল্পের জন্য একটি স্বাধীন নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান। প্রকাশকেরা স্বেচ্ছায় এর সদস্য হয়ে এর নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করতে পারেন; যুক্তরাজ্যের প্রকাশনাশিল্পের বড় অংশই এর সদস্য হয়েছে।

  এডিটরস কোড অব প্র্যাকটিস বা সম্পাদকদের চর্চার নীতিমালা হচ্ছে সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা ও মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নীতিবিধি, আইপিএসওর সদস্যরা যা মানতে দায়বদ্ধ থাকেন। এ নীতিমালা লিখে এবং পর্যালোচনা ও সংশোধন-হালনাগাদ করে এডিটরস কোড অব প্র্যাকটিস কমিটি। সেটা ১০ জন সম্পাদক, ৩ জন সাধারণ সদস্য এবং আইপিএসওর ২ জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান।

  সদস্যরা যেন এই নীতিমালা অনুসরণ করে, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আইপিএসওর। আইপিএসও নীতিমালা লঙ্ঘনের অভিযোগ শোনে এবং তার তদন্ত ও বিচার করে। ওয়েবসাইট বলছে, আইপিএসও চলে এর সদস্য প্রকাশকদের অর্থায়নে, তবে কাজ করে স্বাধীনভাবে। (আরও দেখুন: https://www.ipso.co.uk/ ; https://www.editorscode.org.uk/index.php) এবং https://www.editorscode.org.uk/the_code_book.php)

- Press Council of India. (2020). *Norms of Journalistic Conduct.* ২০২০, ২০১৯ এবং ২০১৮ সালের নীতিমালার লিংক পাবেন এখানে: https://www.presscouncil.nic.in/Content/6_1_Norms.aspx. আরও দেখুন: Child Protection Guidance for Media: https://www.presscouncil.nic.in/WriteReadData/Pdf/guidlines.pdf

- Media Council of Tanzania. (2020). *Code of ethics for Media Professionals.* দেখুন: https://mct.or.tz/wp-content/uploads/2021/08/MCT-Code-of-Ethics-for-Media-Professionals.pdf

- NUJ. (2018, September 26). *Code of conduct.* (যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ডের সাংবাদিকদের পেশাজীবী সংগঠন ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টস-এর আচরণবিধি). দেখুন: https://www.nuj.org.uk/about-us/rules-and-guidance/code-of-conduct.html বা https://www.nuj.org.uk/resource/printable-nuj-code-of-conduct.html

  (NUJ). (2021). *Rules 2021 - 2023* (এনইউজের বিধিমালা)। দেখুন: https://www.nuj.org.uk/about-us/rules-and-guidance.html: #১৭ (এথিকস কাউন্সিল); #১৮ (ইক্যুয়ালিটি কাউন্সিল); #২০ (ডিসেবলড মেম্বারস কাউন্সিল)। আরও দেখুন: https://www.nuj.org.uk/about-us/rules-and-guidance/ethics.html

- SPJ. (2014, September 6). *Code of Ethics.* (যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিকদের সংগঠন সোসাইটি অব প্রফেশনাল জার্নালিস্টস-এর নীতি-নৈতিকতার বিধিমালা)। দেখুন: https://www.spj.org/ethicscode.asp
- SPJ. (n.d.). *Ethic* (সাংবাদিকতার নীতিমালাবিষয়ক বিবিধ তথ্য ও ধারণার হদিস দেবে). দেখুন: https://www.spj.org/ethics.asp

- Bhutan Info Comm and Media Authority. (n.d.). *Code of Ethics for Journalists. Thimphu: Royal Government of Bhutan.* দেখুন: *https://www.nationalcouncil.bt/assets/uploads/docs/download/2015/Abridged_Jour_Code_Conducts_Eng.pdf* এবং *https://samsn.ifj.org/wp-content/uploads/2015/05/Bhutan-media-laws-3.pdf*

- Maldives Media Council. (n.d.). *Maldives Media Code of Ethics.* দেখুন: http://www.mmc.org.mv/storage/app/media/CodeOfEthics/contents-code-of-ethics-final.pdf

- Internews. *(5 April 2021). Ethics of Image Journalism.* দেখুন: https://internews.org/resource/ethics-image-journalism/

৬. নীতিমালা: বাংলাদেশ

- বাংলাদেশের সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধি, ১৯৯৩ (২০০২ সাল সংশোধিত)। দেখুন: http://www.presscouncil.gov.bd/site/page/8dcc57ce-cfcf-4852-a67b-81d9f691b8c8/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6
- প্রথম আলো নীতিমালা, নভেম্বর ২০১৯। তিনটি নীতিমালা: ১. সাংবাদিকতা-নীতিমালা; ২. নারী-নীতিমালা ৩. শিশু-কিশোর নীতিমালা—বার্তা ও সম্পাদকীয়, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ
- Code of Conduct for the Staff of Dhaka FM Limited. Published by the Authority (June 2012, 1st edition)
- শিশু-সংক্রান্ত বিষয়ে সাংবাদিকতার নীতিমালা (অক্টোবর ২০১৫) এমআরডিআই। দেখুন: https://mrdibd.org/wp-content/uploads/2021/07/Journalist-Guideline-on-reporting-on-and-for-children.pdf

৭. নীতিমালা নিয়ে কিছু বইপত্র, আলোচনা

- SPJ. (25 June 2020). Media Ethics: *A Guide for Professional Conduct. (5th Edition)*. ই-বই সংগ্রহের জন্য দেখুন: https://www.spj.org/ethicsbook.asp
- Haraszti, M. (2008) *The Media Self- Regulation Guidebook: The OSCE Representative on Freedom of the Media. Veinna: Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)*. দেখুন: https://www.osce.org/files/f/documents/1/d/31497.pdf
- Hafez, K. (2002). Journalism Ethics Revisited: A Comparison of Ethics Codes in Europe, North Africa, the Middle East, and Muslim Asia, *Political Communication,* 19:2, 225-250, DOI: 10.1080/10584600252907461
- Meyer, E. L. (2011). *Media Codes of Ethics: The Difficulty of Defining Standards A Report to the Center for International Media Assistance.* দেখুন: https://issuu.com/cima-publications/docs/cima-codes_of_ethics_-_11-03-11
- Mathew, M. (2016). *Media Self- Regulation in India: A Critical Analysis. ILI Law Review. Winter Issue.* দেখুন: https://ili.ac.in/pdf/p3_meera.pdf

৮. জেন্ডার, অধিকার, সংবাদমাধ্যম ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতাবিষয়ক সমীক্ষা, গবেষণা, ধারণা, পর্যালোচনা

- Tahmina, Q. A. (2022). *Gender Equality and Media Regulation Study: Bangladesh.* Dhaka: Foja Media Institute & MRDI. দেখুন: https://mrdibd.org/wp-content/uploads/2022/05/GMR_Report.pdf
  [১২ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে দেখা হয়েছে]

- UN. (1995). *Beijing Declaration and Platform for Action / Beijing+5 Political Declaration and Outcome.* দেখুন: https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/ এবং https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/PFA_E_Final_WEB.pdf. ১৯৯৫ সালে জাতিসংঘের চতুর্থ নারী সম্মেলন সমতার জন্য যে ১২টি উদ্বেগের ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছিল, তার একটি হচ্ছে নারী ও গণমাধ্যম। বেইজিং সম্মেলনের ঘোষণা এবং কর্মপরিকল্পনায় কৌশলগত লক্ষ্য ঝ-১ ও ঝ-২ (জে-১ ও জে-২) নারী ও গণমাধ্যমবিষয়ক। দেখুন: https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/media.htm
- Macharia, S. (Ed). (2021). *Who Makes the News? 6th Global Media Monitoring Project (GMMP) 2020.* দেখুন: https://whomakesthenews.org/wp-content/uploads/2021/11/GMMP2020.ENG_.FINAL_.pdf
- নাসরিন, গীতিআরা (২০১৬)। সংবাদ নির্মাণ করে কে? বিশ্ব গণমাধ্যম পরিবীক্ষণ প্রকল্প ২০১৫ বাংলাদেশ জাতীয় প্রতিবেদন, ঢাকা: বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন
- Macharia, S. & Moriniere, P. (eds.). (2012). *Gender-Ethical Journalism and Media House Policy.* WACC and IFJ. দেখুন: Book-1: Conceptual Issues. Ges Book-2: Guidelines on gender-ethical Reporting. দেখুন: https://whomakesthenews.org/wp-content/uploads/who-makes-the-news/Imported/learning_resource_kit/learning-resource-kit-book-1-eng.pdf Ges https://whomakesthenews.org/wp-content/uploads/who-makes-the-news/Imported/learning_resource_kit/learning-resource-kit-book-2-eng.pdf
- UNESCO.(2012). *Gender-Sensitive Indicators for Media : Framework of Indicators to Gauge Gender Sensitivity in Media Operations and Contact.* দেখুন: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/gender-sensitive-indicators-for-media-framework-of-indicators-to-gauge-gender-sensitivity-in-media-operations-and-content/
- UNESCO. (2014). *Media and gender: a scholarly agenda for the Global Alliance on Media and Gender.* দেখুন: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000228399
- UNESCO. (2018). *Setting the Gender Agenda for Communication Policy / New Proposals from the Global Alliance on Media and Gender.* দেখুন: https://gamag.net/2018/12/01/new-publication-setting-the-gender-agenda-for-communication-policy/

- UNESCO. (2021). *Journalism is a public good: World Trends in Freedom of Expression and Media Development.* দেখুন: https://www.unesco.org/en/world-media-trends (হাইলাইটস: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379826. অনলাইন, ইন্টারঅ্যাকটিভ: https://www.unesco.org/reports/world-media-trends/2021/en পুরো রিপোর্ট: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380618)
- UNESCO. *International standards on Freedom of Expression.* দেখুন: https://en.unesco.org/sites/default/files/international_standards_on_freedom_of_expression_eng.pdf
- Declaration of Windhoek. (1991, May 3). Windhoek, Namibia. নামিবিয়ার উইন্ডহোকে স্বাধীন ও বহুত্ববাদী আফ্রিকান মিডিয়ার লক্ষ্যে ইউনেসকো আয়োজিত Promoting an Independent and Pluralistic African Media নামের সেমিনারের শেষে ১৯৯১ সালের ৩ মে যে ঘোষণা এসেছিল, সেটা বিশ্বজুড়ে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ দিনটিকে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। দেখুন: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000090759?posInSet=2&queryId=3aebea3e-fcd3-4925-8e14-af9b9f4ec10d Ges https://en.unesco.org/news/30th-anniversary-windhoek-declaration
- Nazneen, S. (2017). *The Women's Movement in Bangladesh: A short History and Current Debates.* Country Study. Friedrich Ebert Stiftung. Dhaka: FES Bangladesh Office. দেখুন: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/bangladesch/13671.pdf
- Banu, A. (2015). Global-Local Interactions: First Three Decades of the Women's Movement in Bangladesh. *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Hum.), V*ol 60 (2), December 2015, (pp-203-214). Dhaka. দেখুন: http://www.asiaticsociety.org.bd/journal/H_December_2015/4%20H_892_D2015.pdf

নোট: দুটি ছাড়া সব কটি লিংক ১২ মার্চ, ২০২২ তারিখে দেখা হয়েছে।

ISBN 978-984-35-2393-8